বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন
ড. আব্দুল মালেক
ড. ইশানী চক্রবর্তী
ড. সেলিনা আক্তার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

পরিমার্জনে

লানা হুমায়রা খান
মোঃ মোসলে উদ্দিন সরকার
মোঃ মোস্তফা সাইফুল আলম
মোঃ আবু সালেক খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ :

চিত্রাঙ্কন ও ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির
আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনা নিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মৌলিক চাহিদা, শিশুদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সমাজে সকল মানুষের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ, সুনাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জন, অন্যের সংস্কৃতি ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ, সামাজিক পরিবেশ ও দুর্যোগ, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, জাতির পিতার জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও তথ্যসমূহ সংবিধান সম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়ে শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও সংবিধান অনুসৃত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের উপযোগী হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বত্রিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই-আউট সম্পন্ন করা হয়। ট্রাই-আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও চিত্রসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু পরিমার্জন করা হয়। সমগ্র বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ সহযোগিতা করেছেন। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যে সব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

নির্দেশনা

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বিষয়টির মাধ্যমে মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনৈতিক ভূখণ্ড সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে।
- ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ পরিচিতি শিক্ষার্থীদের এ বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে।
- একই সাথে সামাজিক আচরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যসংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকটির সাথে শিক্ষার্থীরা এখন পরিচিত। কিন্তু তারা এখনও পঠনে সাবলীলতা অর্জন করেনি এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী করতে অভ্যস্ত নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকটিকে শিশুদের জীবন উপযোগী করতে শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। এজন্য বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়

এই পাঠ্যপুস্তকে ১৬টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলোকে সমাজ, ব্যক্তির আচরণ, ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির জন্য প্রতিটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে। এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সংস্করণে বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে।

বিষয়বস্তু

প্রতিটি অধ্যায়কে ২ থেকে ৫টি বিষয়বস্তুতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুতে একটি বিশেষ দিককে নির্দিষ্ট করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুকে দুটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করা হয়েছে, যেখানে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে বাম দিকের পৃষ্ঠায় এবং নির্ধারিত কাজ ও প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ডান দিকের পৃষ্ঠায়। এর ফলে শিক্ষক সহজেই পাঠের সাথে শিখন কার্যক্রমকে সমন্বয় করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীরাও সহজেই নির্দেশিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ পাশের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবে।

পাঠ

প্রত্যেক বিষয়বস্তুর জন্য দুটি করে পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে মোট ১৬টি অধ্যায় শেষ করতে সারা বছরে ৮৪টি পাঠের প্রয়োজন হবে। যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশ বই থেকে পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু করি) এবং যাচাই (যাচাই করি) এর কাজ করাবেন। শিক্ষাক্রমে, বাংলাদেশ

ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল দেওয়া আছে। এই শিখনফলগুলো শিক্ষক সংস্করণে প্রতিটি পাঠের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিখনফল অর্জন হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে পারবেন।

নির্ধারিত কাজ

বইটিতে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এসবকিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে।

শিক্ষকের জন্য পরামর্শ থাকবে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও বিকাশ হবে।

এসো বলি : বলার কাজে নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করতে এবং অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হবে। 'এসো বলি'-তে শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজে সবার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখে দেওয়া। বোর্ডের লেখা দেখে শিক্ষার্থীরা সঠিক বানান শিখতে পারবে যা তাদের লেখার কাজে সহায়তা করবে।

এসো লিখি : লেখার কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে। যেমন, শিক্ষার্থীরা প্রথমে তালিকা তৈরি করবে, এরপর তথ্য বিভাজন ও শ্রেণিকরণের কাজ করবে এবং আরও পরে বাক্য সম্পন্ন করার কাজ করবে।

আরও কিছু করি : এই অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে, যেমন- অঙ্কন বা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আরও গভীরে যাবে। যদিও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে কিছু সময় বেশি লাগবে, তারপরও এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য স্মরণীয় শিখন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

যাচাই করি : গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে যাচাই দেওয়া হয়েছে। এখানে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর।

শিক্ষার্থীদের কাজে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের দলীয়, জোড়ায় ও একক কাজ সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন কাজের জন্য কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই বুঝতে পারবে কোন কাজের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও দলে ভাগ হতে হবে।

দক্ষতা ম্যাট্রিক্স : প্রতিটি বিষয়ের নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করবে তা পাঠ্যপুস্তকের 'দক্ষতা ম্যাট্রিক্সে' উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

সর্বোপরি, শব্দভাণ্ডারের আগে শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নের সহায়তার জন্যে পাঠ্যপুস্তকের শেষে অধ্যায়ভিত্তিক কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

দক্ষতা ম্যাট্রিক্স

বিষয়বস্তু	বলার কাজ	লেখার কাজ	আরও কিছু করি
১.১	পর্যবেক্ষণ	বোধগম্যতা	অনুসন্ধান
১.২	অনুমান	শ্রেণিকরণ	পর্যবেক্ষণ
২.১	প্রতিফলন	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ	অনুসন্ধান
২.২	প্রতিফলন	প্রতিফলন	প্রয়োগ
৩.১	আলোচনা	পঠন দক্ষতা	প্রতিফলন
৩.২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা ও শ্রেণিকরণ	প্রতিফলন
৩.৩	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা ও শ্রেণিকরণ	মানচিত্র দক্ষতা
৩.৪	জ্ঞান	বোধগম্যতা ও শ্রেণিকরণ	অনুসন্ধান
৪.১	আলোচনা	প্রয়োগ	প্রয়োগ
৪.২	জ্ঞান	প্রয়োগ	ভূমিকাভিনয়
৪.৩	প্রতিফলন	প্রয়োগ	পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন
৫.১	আলোচনা	প্রয়োগ	ভূমিকাভিনয়
৫.২	আলোচনা	বোধগম্যতা	বর্ণনামূলক লেখা
৬.১	ভূমিকাভিনয়	প্রয়োগ	ভূমিকাভিনয়
৬.২	বোধগম্যতা	প্রয়োগ	বিতর্ক
৭.১	পর্যবেক্ষণ	শ্রেণিকরণ	আলোচনা
৭.২	জ্ঞান	শ্রেণিকরণ	কল্পনা
৭.৩	পর্যবেক্ষণ	কল্পনা	ভূমিকাভিনয়
৮.১	প্রতিফলন	প্রয়োগ	উপস্থাপন
৮.২	পর্যবেক্ষণ	প্রয়োগ	বর্ণনামূলক লেখা
৮.৩	পর্যবেক্ষণ	প্রয়োগ	প্রয়োগ
৯.১	প্রতিফলন	প্রয়োগ	প্রয়োগ
৯.২	পর্যবেক্ষণ	পত্র লেখন	অনুসন্ধান
১০.১	মানচিত্র দক্ষতা	প্রয়োগ	উপস্থাপন
১০.২	প্রতিফলন	বোধগম্যতা	উপস্থাপন
১১.১	স্থানীয় জ্ঞান	মানচিত্র দক্ষতা	মানচিত্র দক্ষতা
১১.২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	উপস্থাপন
১১.৩	আলোচনা	বোধগম্যতা	উপস্থাপন
১১.৪	আলোচনা	বোধগম্যতা	বর্ণনামূলক লেখা
১২.১	জ্ঞান	বোধগম্যতা	মানচিত্র দক্ষতা
১২.২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	উপস্থাপন
১২.৩	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	উপস্থাপন
১৩.১	পর্যবেক্ষণ	বোধগম্যতা	গ্রাফ অংকন
১৩.২	আলোচনা	বোধগম্যতা	কল্পনা
১৪.১	বোধগম্যতা	পঠন দক্ষতা	সময় প্রবাহিকা
১৪.২	বোধগম্যতা	পঠন দক্ষতা	অনুসন্ধান
১৫.১	বোধগম্যতা	প্রয়োগ	অনুসন্ধান
১৫.২	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	অনুসন্ধান
১৫.৩	বোধগম্যতা	বোধগম্যতা	অনুসন্ধান
১৬.১	আলোচনা	পর্যবেক্ষণ	অনুসন্ধান
১৬.২	আলোচনা	বোধগম্যতা	অনুসন্ধান
১৬.৩	আলোচনা	পর্যবেক্ষণ	অনুসন্ধান

সূচিপত্র

১ আমাদের পরিবেশ ও সমাজ ২
২ সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা ৬
৩ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ১০
৪ নাগরিক অধিকার ১৮
৫ মূল্যবোধ ও আচরণ ২৪
৬ পরমতসহিষ্ণুতা ২৮
৭ কাজের মর্যাদা ৩২
৮ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ৩৮
৯ এলাকার উন্নয়ন ৪৪
১০ এশিয়া মহাদেশ ৪৮
১১ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ৫২
১২ দুর্যোগ মোকাবেলা ৬০
১৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৬৬
১৪ আমাদের ইতিহাস ৭০
১৫ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ৭৪
১৬ আমাদের সংস্কৃতি ৮০
- **নমুনা প্রশ্ন** ৮৬
- **শব্দভাণ্ডার** ৯০

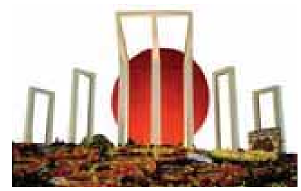

অধ্যায় ১

আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

১ প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। প্রকৃতির উপাদানগুলো হলো মাটি, পানি, বাতাস, তাপ, আলো, গাছপালা, সাগর-মহাসাগর, নদী, পশু-পাখি ইত্যাদি।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। কোনো অঞ্চল তুষারে ঢাকা। আবার কোনো কোনো অঞ্চল শুষ্ক মরুভূমি। বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। কোথাও জলবায়ু শীতল আবার কোথাও উষ্ণ। কোনো স্থান শুষ্ক, কোথাও বৃষ্টির পরিমান বেশি।

শুষ্ক পরিবেশ

বৃষ্টিভেজা পরিবেশ

বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর অঞ্চলের ভূমি উঁচু, নদ-নদীর সংখ্যা কম। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে। শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। আবার দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিচু, সেখানে অনেক নদী মিলিত হয়েছে। নদীর কারণে এ অঞ্চলে বন্যার প্রবণতা বেশি।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা কর।

- অঞ্চলটির ভূমি কেমন?
- জলবায়ু কেমন?

খ | এসো লিখি

বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পার্থক্য লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল	বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল

গ | আরও কিছু করি

প্রকৃতির বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি সংগ্রহ কর : তুষারে ঢাকা অঞ্চল, মরুভূমি, পাহাড়, সাগর।

ঘ | যাচাই করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের কারনে অঞ্চলভেদে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় তার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

২ সামাজিক পরিবেশের উপর প্রকৃতির প্রভাব

মানুষের সৃষ্ট উপাদান নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়। যেমন, বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন কাজ যেমন, কৃষি এবং পরিবহন ব্যবস্থাও সামাজিক পরিবেশের অংশ।

আমাদের সামাজিক পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কোনো অঞ্চলে ঠাণ্ডা বেশি আবার কোনো অঞ্চলে গরম বেশি। যেখানে শীত বেশি সেখানে আমরা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোটা জামা কাপড় পরি, এ সময়ে আমরা ভিন্ন ধরনের খাবার খাই। এমনভাবে ঘর বাড়ি তৈরি করি যেন ঘর গরম থাকে। শুষ্ক এলাকায় গাছ ও ফসল কম জন্মে। এছাড়া যেসব এলাকায় জলাশয় ও নদ-নদী বেশি, সেসব এলাকায় মাছের চাষ বেশি হয় এবং সহজেই সেচের কাজও করা যায়।

এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে চাষের কাজ হয় বেশি

যেখানে জলাশয় ও নদ-নদী বেশি সেখানে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম নৌকা

সামাজিক পরিবেশও প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে। তাই আমাদের পরিবেশ নিয়ে সচেতন হতে হবে। আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত। প্রচুর গাছপালা থাকলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি মাটির জন্য উপকারি। গাছ থেকে আমরা বাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পাই।

ক | এসো বলি

পৃষ্ঠা ২ ও ৪ দেখ, সেখানে চার ধরনের যানবাহনের ছবি দেওয়া আছে। যানবাহনগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কেন উপযুক্ত তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে আমাদের সামাজিক কাজকে প্রভাবিত করে তার উদাহরণ দাও।

বৃষ্টিভেজা পরিবেশ	শুষ্ক পরিবেশ

গ | আরও কিছু করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।
তোমার দেখা একটি বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি আঁক।

ঘ | যাচাই করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সমাজের প্রভাব কমাতে আমরা কী করতে পারি?

অধ্যায় ২

সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা

১ নারী ও পুরুষ

পরিবারে আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করি। মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে আমাদের পরিবার। কোনো কোনো পরিবারে দাদা-দাদি ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন থাকেন। আমরা যেমন আমাদের মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি তাঁরাও তাদের পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন।

একটি পরিবারে মেয়ে ও ছেলে শিশু সবাই সমান। সবারই শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার আছে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ছেলে-মেয়ে সকলেরই অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে নারী ও পুরুষ সবাই ঘরে ও বাইরে কাজ করেন। সবখানেই নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়ের সব ধরনের কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কাজেই নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো **বৈষম্য** করা উচিত নয়।

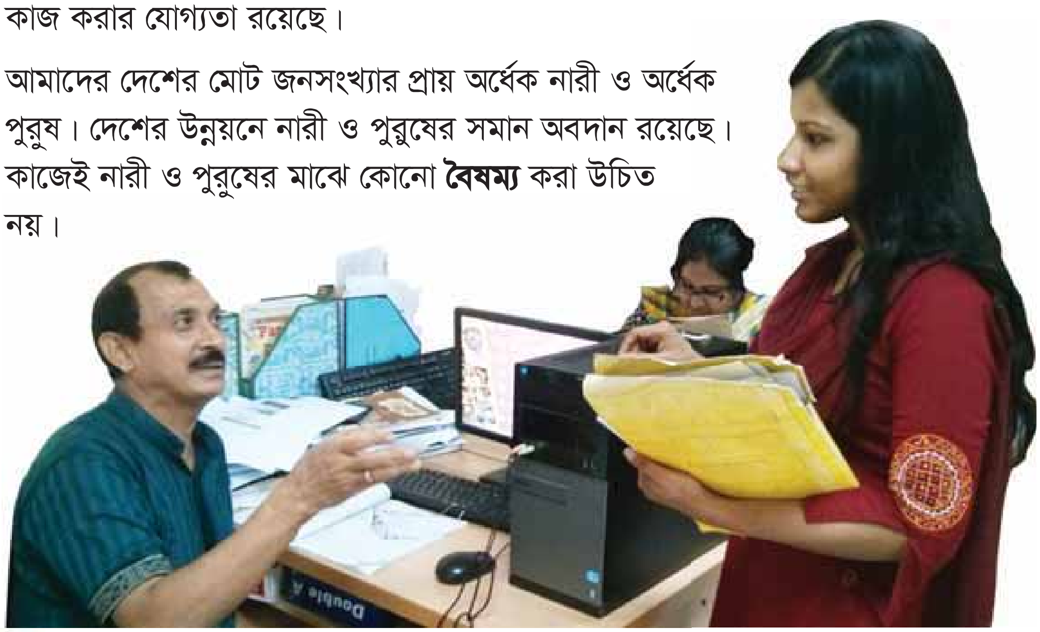

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করছেন

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- সকল পরিবারে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে কি একই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়?
- শিক্ষাক্ষেত্রে কি ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ আছে?
- সকল ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত কেন?

খ | এসো লিখি

নিচের টেবিলে প্রথম কলামে এমন কয়েকটি কাজের নাম লেখ যে কাজগুলো শুধু পুরুষদের করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় কলামে কয়েকটি কাজের নাম লেখ যে কাজগুলো নারী ও পুরুষ দুজনকেই করতে দেখা যায়। তৃতীয় কলামে নারীরা সাধারণত যে কাজগুলোতে অংশ নেন সে কাজগুলোর নাম লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

পুরুষ	নারী ও পুরুষ	নারী

গ | আরও কিছু করি

পরিবারের একটি মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা কর। নিজেদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় তুলনা করে দেখ। ছেলে ও মেয়েরা কি একই ধরনের খেলনা দিয়ে খেলে? তারা কী একই বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে? একই রকম ও আলাদা বিষয়গুলো নিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ কর।

মানুষকে সমানভাবে না দেখাকে বলে ....

২ সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

আমরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে এসেছি।

- ✓ সকলের মাতৃভাষা এক নয়
- ✓ কারও ধর্ম আলাদা
- ✓ অনেকের মা-বাবার পেশা ভিন্ন

কেউ কেউ আছে যাদের পারিবারিক অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন অনেকে শিশু বয়সেই মা-বাবার সাথে আয়মূলক কাজ করে। আর এ কারণে অনেকে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না।

শ্রেণিতে কারও পড়া শিখতে একটু বেশি সময় লাগে। কারণ তার :

- ✓ চোখে সমস্যা থাকতে পারে
- ✓ শোনার সমস্যা থাকতে পারে
- ✓ কোনো শারীরিক অসুবিধা থাকতে পারে
- ✓ কেউ মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হতে পারে

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠীকে সাহায্য করা

যারা এই ধরনের সমস্যায় ভোগে তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি? আমাদের মনে রাখতে হবে, যেকোনো শিশুরই এই ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। কাজেই তাদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নয়। তাদের জীবন কীভাবে সহজ করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে। প্রয়োজনে আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াব এবং সহযোগিতা করব।

ক | এসো বলি

সামাজিক বৈচিত্র্য নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- বৈচিত্র্যের ফলে আমাদের সমাজ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়?
- বিদ্যালয়ে/শ্রেণিকক্ষে কী কী ধরনের চাহিদার শিশু থাকতে পারে?

খ | এসো লিখি

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং কীভাবে তাদের সহায়তা প্রদান করা যায় তা নিচের ছকে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর :

সমস্যা	আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি

গ | আরও কিছু করি

প্রতিদিন অন্যের জন্য একটি ভালো কাজ করার চেষ্টা কর। তারপর প্রতিদিনের সেই ভালো কাজগুলো ডায়রিতে লিখে রাখ।

ঘ | যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

ক. আমরা যদি কাউকে খারাপ কথা বলি	তাদের চলাচলে সাহায্য করব।
খ. যার বাংলা বুঝতে সমস্যা হয়	তাদের শ্রেণিতে সামনে বসতে দেব।
গ. যার হাঁটা-চলায় সমস্যা আছে	তারা কষ্ট পাবে।
ঘ. আমাদের কোনো সহপাঠীর যদি দেখার বা শোনার সমস্যা থাকে	তাদের ভাষা বুঝতে সাহায্য করব।

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

১ চাকমা

বাংলাদেশে ৪৫টিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাহারের কারণে আমাদের সমাজ এতো বৈচিত্র্যময়।

এ পাঠে আমরা জানব চাকমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা বেশিরভাগ বাস করেন রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি অঞ্চলে। চাকমা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

জীবনধারা

চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। তাদের নিজেদের ভাষায় রচিত গান আছে। ঐতিহ্যবাহী নাচ আছে। চাকমাদের নিজেদের রাজা আছেন এবং প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রামপ্রধান থাকেন, যাকে চাকমারা 'কারবারি' বলে। চাকমাদের বাড়িগুলো তৈরি করা হয় কাঠ ও বাঁশ দিয়ে এবং পাহাড়ের ঢালে ঢালে। চাকমারা 'জুম' পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন ফসল পুড়িয়ে গর্ত খুঁড়ে নতুন করে বীজ বপন করা হয়। তাদের প্রধান খাবার ভাত।

পোশাক

চাকমারা নিজেরা তাঁতে নানা নকশায় সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনন করেন। চাকমা মেয়েরা কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত এক ধরনের কাপড় পরেন যাকে 'পিনোন' বলা হয়। শরীরের উপরের অংশে যে ওড়না পরেন তাকে 'হাদি' বলা হয়। চাকমা পুরুষেরা সাধারণত ফতুয়া ও লুংগি পরে থাকেন।

উৎসব

চাকমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করেন। বিশেষ করে বৈশাখ মাসে পালিত হয় বৌদ্ধ পূর্ণিমা এবং বাংলা নববর্ষের সময়ে তিনদিন ধরে পালিত হয় 'বিজু' উৎসব। উৎসবের সময় তারা বাড়িঘর ফুল দিয়ে সাজান এবং পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

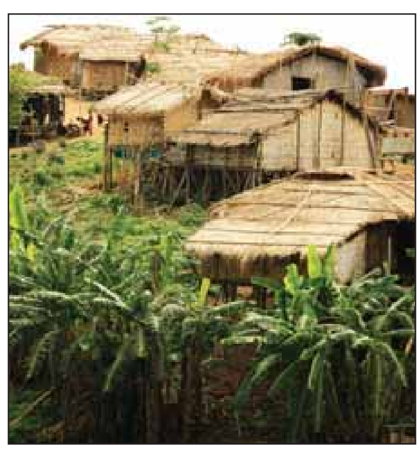

পাহাড়ের ঢালে বাঁশ ও কাঠের তৈরি চাকমা জনগোষ্ঠীর বাড়ি

ক | এসো বলি

এখানে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছবি দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম কখনো শুনেছ কী? তাদের সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে তোমার রীতিনীতি থেকে আলাদা? শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

চাকমা মণিপুরি মারমা সাঁওতাল

খ | এসো লিখি

চাকমাদের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় নিচের তালিকায় দেওয়া আছে। **বাড়ি, খাবার** ও **কৃষি** নিয়ে একই ধরনের আরেকটি ছক তৈরি কর ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলো লেখ।

জীবনধারা	পোশাক	উৎসব
নিজেদের ভাষা, বর্ণমালা ও গান আছে। রাজা দ্বারা পরিচালিত ও গ্রামপ্রধান আছেন।	নিজেরা তাঁতে পোশাক তৈরি করেন।	বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব

গ | আরও কিছু করি

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর জীবনের সাথে তোমার জীবনের একটি মিল ও একটি ভিন্নতা খুঁজে বের কর এবং লেখ।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

বাংলাদেশের কোন অংশে চাকমা জনগোষ্ঠী বাস করে?

ক) উত্তর-পশ্চিমে খ) উত্তর-পূর্বে গ) দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘ) দক্ষিণ-পূর্বে

২ মারমা

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মারমা। মারমা নৃ-গোষ্ঠীর বেশিরভাগ বসবাস করেন বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায়।

জীবনধারা

মারমাদের নিজেদের রাজা আছেন। এছাড়া গ্রামে গ্রামপ্রধান থাকেন। তাদের বাড়িঘর উঁচু স্থানে মাচা করে তৈরি করা হয়। মারমা নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা ভাতের সাথে নানা ধরনের সবজি সিদ্ধ করে খেতে পছন্দ করেন। তারা শুঁটকি মাছের ভর্তা খান যা 'নাপ্পি' নামে পরিচিত। মারমারা 'জুম' পদ্ধতিতে চাষ করেন। এছাড়া মাছ ধরা, কাপড় তৈরি ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা পূর্বে নানা ধরনের ঔষধি গাছ থেকে ওষুধ তৈরি করে ব্যবহার করতেন। তবে এখন সবার মতো আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন।

পোশাক

মারমা ছেলে ও মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'থামি' ও 'আঙ্গি'। অবশ্য বর্তমানে মারমা ছেলে-মেয়েরা আধুনিক পোশাকই বেশি পরে।

উৎসব

মারমা জনগোষ্ঠীর লোকেরা বৌদ্ধধর্মের সকল উৎসব পালন করেন। প্রতিমাসে তারা পূর্ণিমার সময় 'লাবরে' পালন করেন। এছাড়া প্রতিবছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিনে মারমারা 'সাংগ্রাই' উৎসব উদযাপন করেন। এই বিশেষ দিনে তারা পানি দিয়ে খেলেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী মারমা পোশাকে বর ও কনে

ক| এসো বলি

মারমা নৃ-গোষ্ঠীর কেউ কি তোমার পরিচিত? তাদের কোনো বিশেষ রীতিনীতির সাথে কি তুমি পরিচিত? শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- চাকমাদের সাথে মারমাদের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে?
- মারমা সংস্কৃতির কোন দুইটি বিষয়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে?

খ| এসো লিখি

মারমাদের জীবনধারা সম্পর্কে যা যা শিখেছ তা নিচের ছকে দেওয়া তিনটি শিরোনামে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বাড়ি	খাদ্য	কৃষি

গ| আরও কিছু করি

মারমা নৃ-গোষ্ঠীর কারও সাথে দেখা হলে তুমি তাদের সম্পর্কে কী কী বিষয় জানতে আগ্রহী তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

মারমারা বছরে কয়টি ‘লাবরে’ উদযাপন করেন?

ক) একটি   খ) দুইটি

গ) দশটি   ঘ) বারটি

৩ সাঁওতাল

বাংলাদেশের দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া জেলায় সাঁওতালরা বাস করেন। এছাড়াও সাঁওতালদের একটি বড় অংশ ভারতে বাস করেন।

জীবনধারা

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে। সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়াও তারা মাছ, মাংস ও সবজির পাশাপাশি 'নালিতা' নামে এক ধরনের খাবার খান যা পাট গাছের পাতা দিয়ে রান্না করা হয়। বর্তমানে কৃষি তাদের প্রধান পেশা। এছাড়া মাছ ধরা, চা বাগানের কাজ, কুটির শিল্পসহ আরও নানা ধরনের কাজ করে থাকেন।

পোশাক

সাঁওতাল মেয়েরা দুইখণ্ড কাপড় পরেন। উপরের অংশকে বলা হয় 'পানচি' এবং নিচের অংশকে বলা হয় 'পাড়হাট'। ছেলেরা আগে ধুতি পরতেন। বর্তমানে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও শার্ট পরেন।

উৎসব

সাঁওতালরা উৎসব প্রিয়। সাঁওতালদের পাঁচটি প্রধান উৎসব হলো :

সাঁওতালি নৃত্য

মাস	উৎসব
পৌষ	বছরে প্রধান ফসল তোলার পর 'সোহরায় উৎসব' পালন করা হয়।
মাঘ	'মাঘ সিম' হলো ঘর বানানোর জন্য বন থেকে খড় কুড়ানোর উৎসব।
ফাল্গুন	বসন্তের প্রথম দিনের উৎসব।
আষাঢ়	'এর কংশিম' উৎসবে প্রতিটি পরিবার থেকে দেবতাদের উদ্দেশে একটি করে মুরগি উৎসর্গ করা হয়।
ভাদ্র	'হাড়িয়ার সিম' উৎসবে ফসলের জন্য বারোয়ারি ভোগ দেওয়া হয়।

ক | এসো বলি

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সাথে চাকমা ও মারমা জনগোষ্ঠীর কোন কোন পার্থক্য রয়েছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

সাঁওতালদের জীবনধারা সম্পর্কে যা যা জেনেছ তা নিচের ছকে দেওয়া তিনটি শিরোনামে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

ভাষা	খাদ্য	কাজ

গ | আরও কিছু করি

বাংলাদেশের একটি মানচিত্র নাও এবং এই অধ্যায়ে যে সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে জানলে তারা যে সকল অঞ্চলে বসবাস করেন সে স্থানগুলো চিহ্নিত কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও :

সাঁওতালদের উৎসব কোনটি?

ক) সাংগ্রাই　　খ) হাড়িয়ার সিম

গ) বিজু　　ঘ) লাবরে

৪ মণিপুরি

মণিপুরি নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা সিলেটের কাছে কমলগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে বসবাস করে থাকেন। এই নৃ-গোষ্ঠীর অনেকেই ভারতের মণিপুর রাজ্যে বাস করেন। মণিপুরিরা দুইটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মৈ তৈ মণিপুরি।

জীবনধারা

মণিপুরিদের বাড়িঘর বাঁশ, ইট বা টিনের তৈরি। তারা ভাত, মাছ ও নানা ধরনের সবজি খান। মাংস সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। তাই তারা তা খান না। তাদের একটি প্রিয় খাবারের নাম 'সিঞ্জেদা' যা নানা ধরনের শাক-সবজি দিয়ে তৈরি। মণিপুরিরা মূলত কৃষিজীবী ও তাঁতি।

পোশাক

মণিপুরি মেয়েরা 'লাহিং' (এক ধরনের ঘাগড়া জাতীয় পোশাক), 'আহিং' (ব্লাউজ) ও ওড়না পরেন। ছেলেরা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেন।

উৎসব

মণিপুরিদের নানা ধরনের উৎসব আছে। যেমন- রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসপূর্ণিমা ইত্যাদি। মণিপুরিরা প্রায় সারাবছরই উৎসবে মেতে থাকেন। নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তারা আনন্দ করেন।

মণিপুরি নৃত্য

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় মণিপুরি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

মণিপুরিদের জীবনধারা সম্পর্কে নিচের ছকে দেওয়া তিনটি শিরোনামে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বাড়ি	খাদ্য	কাজ

গ | আরও কিছু করি

এই অধ্যায়ে দেওয়া নেই এমন যেকোনো একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর। ছবি সংগ্রহ কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। কাজটি দলে কর।

চাক লুসাই তঞ্চঙ্গ্যা

খুমি বম পাঙ্খো

ঘ | যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক. মণিপুরিরা	পাঁচটি উৎসব পালন করেন।
খ. চাকমা মেয়েদের পোশাক	নাম্পি।
গ. প্রতিবছর সাঁওতালরা	সিঞ্জেদা নামের খাবার খান।
ঘ. মারমাদের একটি প্রিয় খাবারের নাম	পিনোন হাদি।

অধ্যায় ৪

নাগরিক অধিকার

১ সামাজিক অধিকার

বাংলাদেশের **নাগরিক** হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রধানত তিন ধরনের অধিকার পাই। যেমন, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার।

সমাজে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যেসব অধিকার অপরিহার্য সেসব অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে। এই অধিকারগুলো রাষ্ট্র আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। নিচের ছক থেকে কয়েকটি সামাজিক অধিকার জেনে নিই।

বেঁচে থাকার অধিকার

জীবন রক্ষার অধিকার সকল অধিকারের মধ্যে অন্যতম। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদিসহ জীবনের নিরাপত্তা।

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষালাভের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের একটি অন্যতম অধিকার। রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

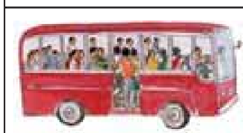

চলাফেরার অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের দেশের ভিতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার আছে। এ কারণে আমরা কোনো রকম বাধা ছাড়া সহজেই যেকোনো স্থানে যেতে পারি।

ধর্ম পালনের অধিকার

এদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব পালনের অধিকার আছে।

ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার

নিজ মাতৃভাষায় কথা বলা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। একইভাবে নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চা করা ও উৎসব পালন করাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?
- নিজের দেশের প্রতি কীভাবে দায়িত্ব পালন করা যায়?
- দেশের সরকার কীভাবে প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে?

খ| এসো লিখি

প্রতিটি সামাজিক অধিকারের উদাহরণ লেখ। প্রতিটি বাক্য 'আমার অধিকার আছে.........' দিয়ে শুরু কর। কাজটি জোড়ায় কর।

অধিকার	উদাহরণ
বেঁচে থাকা	আমার অধিকার আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকার।
শিক্ষা	আমার অধিকার আছে বিদ্যালয়ে যাওয়ার।

গ| আরও কিছু করি

প্রতিটি অধিকারের সাথে দায়িত্ব জড়িত আছে। অধিকারের সাথে সাথে কোন দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন তা লেখ। প্রতিটি বাক্য 'আমার উচিত..........' দিয়ে শুরু কর।

অধিকার	দায়িত্ব
বেঁচে থাকা	আমার উচিত যারা খাবার পায়না তাদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করা।
শিক্ষা	আমার উচিত নিয়মিত পড়া লেখা করা।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও :

নিচের কোনটি সামাজিক অধিকার?

ক) বাঁচার অধিকার খ) ঘুমানোর অধিকার গ) ছুটি নেওয়ার অধিকার ঘ) অর্থের অধিকার

২ রাজনৈতিক অধিকার

ভোটদান ও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং শাসনকার্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

নিচে পাঁচটি রাজনৈতিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হলো। এই অধিকারগুলো রক্ষার মাধ্যমে আমরা একটি সুন্দর দেশ ও জাতি গড়তে পারি।

নির্বাচনের অধিকার		আঠার বছর ও তার উপরের সকল নাগরিকের ভোট দেওয়ার এবং ২৫ বছর বয়সে সকল নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।
মত প্রকাশের অধিকার		প্রত্যেক নাগরিকের বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার আছে।
আইনের চোখে সবার সমান অধিকার		জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, উঁচু, নিচু, নারী-পুরুষ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার আছে।
বিদেশে নিরাপত্তা লাভের অধিকার	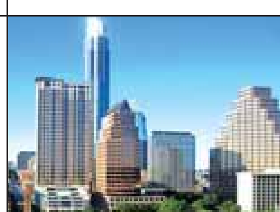	কোনো নাগরিক বিদেশে থাকা অবস্থায় বিপদে বা সমস্যায় পড়লে নিজ রাষ্ট্রের সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়ার বা নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার আছে।
ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার		প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু করার অধিকার আছে। তবে সে অধিকার যেন অন্যের কোনো ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর যে, একটি দেশের নাগরিক কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

- নির্বাচন কী?
- নির্বাচন কখন হয়?
- কারা ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করতে পারেন?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি রাজনৈতিক অধিকারের একটি করে উদাহরণ লেখ। 'আমার পরিবার...' দিয়ে বাক্যগুলো শুরু কর। কাজটি জোড়ায় কর।

অধিকার	উদাহরণ
নির্বাচনের অধিকার	আঠার বছর বয়স হলে আমি ভোট দিতে পারব।
মত প্রকাশের অধিকার	পরিবারের সদস্যরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ | আরও কিছু করি

চারজনের ছোট দলে নিচের ভূমিকাভিনয় কর।
যেকোনো দুইজন শিক্ষার্থী অন্য দুইজন শিক্ষার্থীকে ভোট প্রদান করতে নিষেধ করবে।
অবশিষ্ট দুইজন যুক্তিসহকারে তাদের নির্বাচনের অধিকারের কথা বলবে।
এই অভিনয় থেকে কী শিখলে?

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর।
ভোট দেওয়ার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ কারণ ....।

৩ অর্থনৈতিক অধিকার

জীবনধারণের জন্য কোনো কাজ করে আয় রোজগার করার অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য এ অধিকারগুলো প্রয়োজন। নিচে উল্লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আমরা জানব।

আয় রোজগার করার অধিকার

সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে চাকরি বা ব্যবসা বা অন্য কাজ করে আয় রোজগারের অধিকার আছে।

ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার

যেকোনো কাজ করে সবার ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার আছে।

সম্পত্তির অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার আছে।

অবকাশ ছুটি লাভের অধিকার

যে যেখানেই কাজ করুন, সবারই কর্মক্ষেত্রে অবকাশ ছুটি পাওয়ার অধিকার আছে।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- কাজ করা প্রয়োজন কেন?
- ন্যায্য মজুরি বলতে কী বোঝায়?
- আমাদের সম্পত্তি থাকা প্রয়োজন কেন?
- কাজের মাঝে অবকাশ ছুটি লাভের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি অর্থনৈতিক অধিকারের একটি করে উদাহরণ লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

অধিকার	উদাহরণ
আয় রোজগার করার অধিকার	কৃষক কৃষিকাজ করে আয় করেন অথবা ....
ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার	শ্রমজীবী মানুষ শ্রমের বিনিময়ে মজুরি লাভ করেন....

গ | আরও কিছু করি

তোমার এলাকায় কোন কোন পেশাজীবী বাস করেন তার একটি তালিকা তৈরি কর। তাদের ছবি সংগ্রহ করে/এঁকে একটি পোস্টার বানাও।

ঘ | যাচাই করি

নিচের কোনটি কোন অধিকার তা ছকের নির্ধারিত স্থানে লেখ।

শিক্ষা মজুরি ভোট বাসস্থান ভাষা অবকাশ যাপন

সামাজিক অধিকার	রাজনৈতিক অধিকার	অর্থনৈতিক অধিকার

অধ্যায় ৫

মূল্যবোধ ও আচরণ

১ ভালো হওয়া ও ভালো কাজ করা

পূর্বের অধ্যায়ে অধিকারগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এই অধ্যায়ে মূল্যবোধ ও ভালো আচরণের জন্যে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী তা জানব।

আমরা জানি আমাদের সকলেরই পরস্পরের প্রতি ভালো আচরণ করা এবং ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। এ ভালো আচরণ করাই হলো নৈতিক গুণ। আমাদের সবারই নৈতিক গুণের অধিকারী হতে হবে।

মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হলো আমাদের ভিতরের নৈতিক গুণাবলি। আমরা যে ধরনের আচরণ করে থাকি তা আমাদের নৈতিক গুণাবলি বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে মূল্যবোধের শিক্ষা পাই। নিচে এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

মূল্যবোধ	ফলাফল
সততা	অন্যরা আমাদের বিশ্বাস করেন।
ন্যায়নিষ্ঠা	আমরা সকল বন্ধুর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করি।
শৃঙ্খলা	আমরা সঠিক আচরণ করি ও নিয়ম মেনে চলি।
নম্রতা	অন্যরা আমাদের শ্রদ্ধা করেন।

আচরণ

ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এখানে কয়েকটি ভালো আচরণের উদাহরণ দেওয়া হলো :

- ছোটদের দেখাশোনা করা
- বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা করা
- কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা

ক | এসো বলি

পাঠে দেওয়া প্রতিটি মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর। এগুলো ছাড়াও আরও কিছু মূল্যবোধের উদাহরণ দাও। প্রতিটি মূল্যবোধ কোন কোন ভালো আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তার উদাহরণ দাও।

খ | এসো লিখি

বাড়িতে কী কী ভালো কাজ করা যায় তার উদাহরণ লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

মাঝে মাঝে আমরা ভালো আচরণের পরিবর্তে খারাপ আচরণ করে ফেলি। ভালো এবং খারাপ আচরণের প্রভাব কেমন হতে পারে, তা নিয়ে ছোট দলে ভূমিকাভিনয় কর।

ঘ | যাচাই করি

ভালো কাজগুলোর পাশে টিকচিহ্ন (✓) এবং করা উচিত নয় এমন কাজগুলোর পাশে ক্রসচিহ্ন (X) দাও।

আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা।	
কোনো সহপাঠী পেনসিল আনতে ভুলে গেলে তাকে নিজের পেনসিল দিয়ে সাহায্য করা।	
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নানা কাজে সাহায্য করা।	
অন্যদের মনে কষ্ট দেওয়া।	
একজন অন্ধলোক রাস্তা পার হওয়ার সময় তাকে সাহায্য না করা।	
নিজের কাজ নিজে করা।	

২ একটি ঘটনা পড়ি

আমরা এই পাঠে আমাদের বয়সী রিপার জীবন সম্পর্কে জানব। প্রতিদিন রিপাকে বিভিন্ন কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটি হলো ভালো কাজ যা করা উচিত অপরটি হলো যা করা উচিত নয় এমন কাজ। নিচের ছকটি দেখ। সেখানে কাজের তালিকা দেওয়া আছে। তালিকাটি থেকে ভালো কাজের সিদ্ধান্তের পাশে টিকচিহ্ন (✓) এবং করা উচিত নয় এমন কাজের পাশে ক্রসচিহ্ন (X) দাও।

	সকালে রিপা ঘুম থেকে উঠে।	সে দেরি করে ঘুমাতে যায়।	
	খাবার তৈরি করতে সাহায্য করে।	খাওয়ার পর থালা বাটি যেখানে সেখানে রেখে দেয়।	
	বিদ্যালয়ে সে দেরি করে উপস্থিত হয়।	রিপা বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে আসে।	
	তার বন্ধুদের এড়িয়ে চলে।	বন্ধুদের প্রতি সে সদয় থাকে।	
	শিক্ষকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করে।	সহপাঠীদের নিয়ে হাসাহাসি করে।	
	না বলে সহপাঠীর কলম নেয়।	সে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখে।	
	শ্রেণিকক্ষ থেকে দৌড়ে বের হয়ে যায়।	ছুটির পর সহপাঠীদের জন্য অপেক্ষা করে।	
	প্রতিবেশীদের সাহায্য করে।	প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে।	
	সে বাড়িতে অনেক আওয়াজ করে।	দাদুকে সময়মতো ওষুধ দেয়।	
	ভাইবোনদের পড়ালেখায় সাহায্য করে।	বাড়িতে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে।	

আমাদের সবার উচিত ভালো কাজ করা

ক| এসো বলি

রিপার ভালো কাজের সিদ্ধান্তগুলো শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে জোড়ায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

নিচের শব্দগুলো সঠিক স্থানে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর। মনে রেখ, **মূল্যবোধ** হলো বিশ্বাস এবং **আচরণ** হলো তার প্রকাশ বা কাজ।

সদয় আচরণ **বিবেচনা করা** **অন্যদের সাহায্য করা**
সময়ানুবর্তিতা **সত্যবাদিতা** **সবার সাথে ভাগ করে খাবার খাওয়া**

মূল্যবোধ	ভালো আচরণ

গ| আরও কিছু করি

এসো লিখিতে দেওয়া তালিকাটি ছাড়াও আরও কিছু মূল্যবোধ ও ভালো আচরণের তালিকা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

নিচের কোনটি মূল্যবোধের উদাহরণ?

ক. বিপদে সাহায্য করা
খ. সবার সাথে মিলেমিশে থাকা
গ. সবাইকে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া
ঘ. সত্যবাদিতা

অধ্যায় ৬

পরমতসহিষ্ণুতা

১ অধিকাংশের মত গ্রহণ

মিতু ও রাতুলের কথা শুনি :

আমরা নিজেদের **মত প্রকাশ করব**।
আমরা অন্যের মত **শুনব**।
সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করব।

আমরা অধিকাংশের মতামত **গ্রহণ** করব।

অন্যের মতকে সম্মান করাকে বলে পরমতসহিষ্ণুতা। পরমতসহিষ্ণুতা একটি প্রধান সামাজিক গুণ। তাই সবার মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত। সবার মতামতের গুরুত্ব আছে। আমাদের সবাইকে **পরমতসহিষ্ণু** হতে হবে। যেকোনো বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষ যে মতটি সঠিক মনে করে সেটিই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে **গণতন্ত্র** বলা হয়। আমাদের উচিত অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া। এই প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ আছে।

মত প্রকাশ → শোনা → সিদ্ধান্ত নেওয়া

বাড়ি

বাড়িতে কে কোন কাজ করবে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ, শোনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন, কী রান্না করা হবে ইত্যাদি।

বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতিগুলোতে মতামত প্রকাশ, শোনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে-

- মাঠে কোন খেলাটি খেলা হবে?
- শ্রেণিতে কে কোথায় বসব?
- কোন বিষয়টি পড়ব?

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় 'বিদ্যালয়ে' যে তিনটি পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলো থেকে যেকোনো একটি পরিস্থিতি বাছাই কর ও মতামত দাও।

- মত প্রকাশ করা
- পরস্পরের মতামত শ্রদ্ধার সাথে শোনা
- অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া

খ | এসো লিখি

বাড়িতে কে কোন কাজ করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি পরিকল্পনা কর। নিচে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধাপগুলো লেখ।

মতামত প্রকাশ	
শোনা	
সিদ্ধান্ত নেওয়া	

গ | আরও কিছু করি

এমন একটি পরিস্থিতির কথা ভাব যেখানে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মত আছে। নিজের মত প্রকাশ কর এবং অন্যদের মতামত ধৈর্য সহকারে শোনো। এরপর অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। সম্পূর্ণ বিষয়টি ছোট দলে ভূমিকাভিনয় করে দেখাও।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

অন্যেরা যখন মত প্রকাশ করে তখন আমাদের কী করা উচিত?

ক) কথা বলা
খ) জোরে আওয়াজ করা
গ) ধৈর্যসহকারে শোনা
ঘ) নিজের খুশি মতো কাজ করা

২ একটি ঘটনা

নিচের ঘটনাটি পড়ি :

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করল। শিক্ষক জানতে চাইলেন তারা শিক্ষা সফরে কোথায় যেতে চায়। কেউ বলল চিড়িয়াখানায়, আবার কেউ বলল শিশুপার্কে যাবে। অনেকেই অন্যান্য জায়গার নাম বলল। কেউই ভালো করে কারো কথা শুনছিল না। সবাই নিজ নিজ পছন্দের জায়গায় যাওয়ার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগল। তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং এ কারণে তারা শিক্ষা সফরে যেতে পারল না।

নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাব :

১. শিক্ষার্থীরা কেন শিক্ষা সফরে যেতে পারল না?
২. তারা কি পরস্পরের মতামত শ্রদ্ধা সহকারে শুনেছিল?
৩. শিক্ষার্থীদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত ছিল?
৪. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে?

শ্রেণিকক্ষে গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চা করা প্রয়োজন

ক | এসো বলি

পাশের পৃষ্ঠায় দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিনটি ধাপ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত ছিল তা জোড়ায় আলোচনা কর ও লেখ।

মতামত প্রকাশ	
শোনা	
সিদ্ধান্ত নেওয়া	

গ | আরও কিছু করি

তোমাদের সবার আগ্রহ আছে এমন একটি বিষয় নিয়ে শ্রেণিতে বিতর্কের আয়োজন কর। বিতর্কে দুই পক্ষের মতামত সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্য একজন করে বক্তা ঠিক কর। অন্যরা দুইজন বক্তার কথা শুনবে ও নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে। সবশেষে যার বক্তব্য পছন্দ হবে তাকে ভোট দেবে। এর মাধ্যমে অধিকাংশের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

পরমতসহিষ্ণুতা কী?

ক. সবার মতামত গ্রহণ করা

খ. শুধু নিজের মত প্রকাশ করা

গ. নিজের মত অনুযায়ী কাজ করা

ঘ. অন্যের কথা না শোনা।

অধ্যায় ৭

কাজের মর্যাদা

১ শ্রমজীবী

সমাজের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পেশার মানুষ রয়েছে। প্রত্যেক পেশার মানুষ শ্রম দিয়ে থাকেন। এই শ্রমজীবীগণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সাহায্য করেন। তাই সব ধরনের পেশাকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা বিভিন্ন শ্রমজীবীর পেশা সম্পর্কে জানব।

কারখানার শ্রমিক

পাশের ছবিতে একটি কারখানায় পোশাক শ্রমিকদের দেখা যাচ্ছে। তারা দীর্ঘ সময় কাজ করে রপ্তানির জন্য পোশাক তৈরি করেন। এটি আমাদের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ বিদ্যালয়, অফিস, হাসপাতাল এবং রাস্তা পরিষ্কার করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখেন।

পরিবহন শ্রমিক

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্য এবং মালামাল পরিবহনের জন্য আমরা যানবাহন ব্যবহার করি। যেমন নৌকা, রিকশা, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাক এবং ট্যাক্সি। এ সকল যানবাহনের জন্য চালকের প্রয়োজন। এই পেশাগুলোর সাথে জড়িত লোকজন হলো পরিবহন শ্রমিক।

ক | এসো বলি

তোমার এলাকায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তারা কী ধরনের কাজ করছেন : বহন, নির্মাণ বা অন্য কিছু?
- কোন কোন কাজে পুরুষের সাথে নারীরাও অংশগ্রহণ করেন?
- এই পেশাগুলো আমাদের জন্য কেন প্রয়োজন?

খ | এসো লিখি

নিচের ছকের পেশাগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর। তারা কোথায় এবং কী কাজ করেন তা লেখ। এ ধরনের আরও একটি পেশা সম্পর্কে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

পেশা	কাজের স্থান	কাজের ফলাফল
কারখানা শ্রমিক		
পরিচ্ছন্নতাকর্মী		
পরিবহন শ্রমিক		

গ | আরও কিছু করি

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও। প্রতিটি দল চিন্তা করে বের কর কোন পেশায় কাজ করা সবচেয়ে কঠিন। এরপর তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। কোন দলটি সবচেয়ে ভালো উপস্থাপন করেছে, সকলে মিলে তা নির্বাচন কর।

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আমাদের শ্রমিকদের সম্মান করা উচিত কারণ.................................... ।

২ চাকরিজীবী

এ ধরনের পেশার সাথে যারা জড়িত তারা সাধারণত অফিসে কাজ করেন।

অফিস কর্মী

একজন অফিস কর্মী সাধারণত অফিসে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেন। অফিসের নানা কাজে তারা প্রয়োজনে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন।

ব্যবসায়ী ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা

ব্যবসায়ীরা পণ্য বেচাকেনার সাথে জড়িত। স্থানীয়ভাবে আমরা দেখি ব্যবসায়ীরা দোকানে বা মার্কেটে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করেন। এছাড়াও তারা পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করেন।

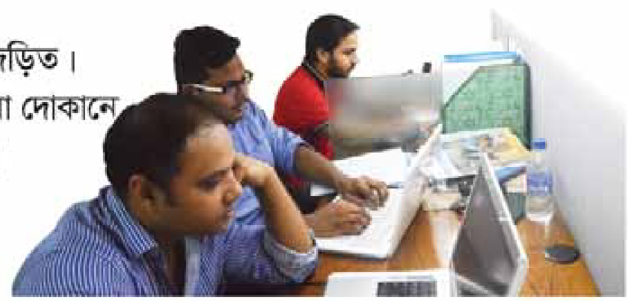

অন্যান্য পেশাজীবী

আমাদের সমাজে এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পেশা আছে। যেমন, **শিক্ষক** আমাদের শিক্ষাদান করেন। **প্রকৌশলী** দালান, সড়ক ও সেতু তৈরি করেন। **ফার্মাসিস্ট** আমাদের সুস্থ রাখতে ওষুধ তৈরি করেন। **ডাক্তার** আমাদের চিকিৎসা সেবা দান করেন।

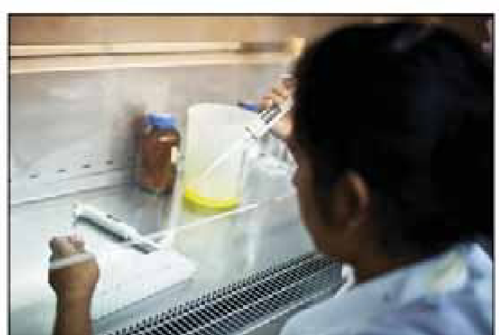

ক | এসো বলি

কী কী পেশাগত কাজ সম্পর্কে তুমি জান তা শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।
- এসব পেশার মানুষ কাজের সময় কি বিশেষ কোনো পোশাক পরেন?
- তারা কি কম্পিউটারে কাজ করেন?
- এসব পেশায় কাজ করতে তাদের কোনো বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়?

খ | এসো লিখি

নিচের দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন কোন পেশাজীবী কাজ করেন তা লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বিদ্যালয়	হাসপাতাল	অফিস

গ | আরও কিছু করি

তুমি বড় হয়ে কোন পেশা বেছে নিতে চাও?
তোমার বাছাই করা পেশায় কাজ করতে কী কী যোগ্যতা লাগবে?
তোমার বাছাই করা পেশায় তুমি কোথায় কাজ করবে?

ঘ | যাচাই করি

কর্মস্থলের সাথে বিভিন্ন পেশার মিল কর।

ডাক্তার	দোকান
বিক্রেতা	বিদ্যালয়
ব্যবস্থাপক	গবেষণাগার
শিক্ষক	হাসপাতাল
বিজ্ঞানী	অফিস

৩ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পেশা

সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়। কেউ আইন অমান্য করে অপরাধমূলক কাজ করলে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। আইন রক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

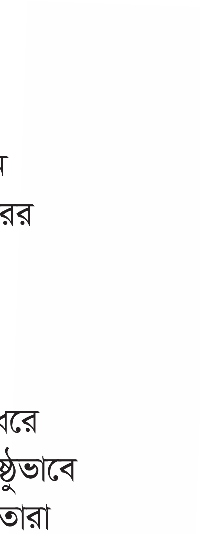

পুলিশ

পুলিশ

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশবাহিনী কাজ করেন। অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। ট্রাফিক পুলিশ শহরে সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিরাপদ চলাচলে তারা মানুষকে সাহায্য করেন।

আইনজীবী

বিচার কাজে আইনজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। বিচারের সম্মুখীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেন। আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে তারা আদালতকে সাহায্য করেন।

বিচারক

যারা আইন অমান্য করেন, অপরাধমূলক কাজ করেন এবং সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেন, পুলিশ তাদের ধরে বিচারের সম্মুখীন করেন। বিচারক বাদী এবং বিবাদী, উভয় পক্ষের কথা শোনেন। তারা বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে দোষীদের শনাক্ত করেন এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন।

আদালত

ক | এসো বলি

পুলিশ সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলো শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর ।

- তারা কী ধরনের পোশাক পরেন?
- তারা কী ধরনের কাজ করেন?
- পুলিশে কাজ করতে হলে তোমাকে কী ধরনের মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে?

খ | এসো লিখি

কেউ যদি দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন তবে পুলিশ, আইনজীবী ও বিচারকের ভূমিকা কী হবে? নিচের ছকে লেখ।

পুলিশ	
আইনজীবী	
বিচারক	

গ | আরও কিছু করি

'এসো লিখি'-তে উল্লিখিত ঘটনাটি অভিনয় কর। একজন অপরাধী, একজন আসামিপক্ষের আইনজীবী, একজন আসামির বিপক্ষের আইনজীবী এবং একজন বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় কর।

প্রতিটি পক্ষ আদালতে কী কী স্বাক্ষ্য প্রদান ও যুক্তি দিলেন লেখ।

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আইন পেশায় আমাদের এমন মানুষ দরকার যেন .... ।

অধ্যায় ৮

সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ

১ সামাজিক সম্পদ

জীবনযাপনের জন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেসবই হচ্ছে সম্পদ। মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সুযোগ সুবিধাকে সামাজিক সম্পদ বলা হয়। এই সুবিধাগুলো সরকারি বা বেসরকারিভাবে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়

প্রত্যেক শিশুরই শিক্ষার অধিকার আছে। শিক্ষালাভ করা সামাজিক অধিকার। পড়ালেখা শিখে যাতে জীবনযাপনের মান উন্নয়ন করতে পারে এ জন্য প্রতিটি এলাকায় বিদ্যালয় আছে। গ্রামে ও শহরে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে যেন সব শিশু পড়ালেখা শেখার সুযোগ পায়।

হাসপাতাল

হাসপাতাল হলো আরেকটি সামাজিক সম্পদ যা সমাজে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দেয়। এখানে ডাক্তার ও নার্স রোগীদের সুস্থ হয়ে উঠতে চিকিৎসা দেন ও সেবা-যত্ন করেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য রয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধদের প্যাগোডা এবং খ্রিষ্টানদের জন্য আছে গির্জা।

পার্ক ও খেলার মাঠ

গ্রাম ও শহরের অনেক এলাকায় খেলার মাঠ আছে যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে। অনেক এলাকায় পার্ক আছে যেখানে পরিবারের সকলে ঘুরে আনন্দ লাভ করেন।

এসব সামাজিক সম্পদ আমাদের এলাকার সামাজিক পরিবেশের মানকে উন্নত করে। সামাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

ক| এসো বলি

তোমার এলাকায় কী কী সামাজিক সম্পদ আছে তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তোমার এলাকায় কোন কোন বিদ্যালয় আছে?
- আশেপাশে কি কোনো হাসপাতাল আছে?
- কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে?
- কোনো পার্ক ও খেলার মাঠ আছে কি?
- এছাড়া আর কী কী সামাজিক সম্পদ আছে?

খ| এসো লিখি

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পদ তোমার এলাকায় কী সুবিধা দিচ্ছে তা লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সামাজিক সম্পদ	বিভিন্ন সুবিধা
বিদ্যালয়	
হাসপাতাল	
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	
খেলার মাঠ	

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের ছবি আঁক এবং সেগুলোর নাম লেখ। তোমার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে থেকে যেকোনো একটি সামাজিক সম্পদ তোমার এলাকার মানুষদের কীভাবে সাহায্য করছে তা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

আমাদের সামাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত কারণ............................
.... ।

২ রাষ্ট্রীয় সম্পদ

আরেক ধরনের সম্পদ আছে যা সরকার আমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করে। এগুলোকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলা হয়। আমরা সরকারকে যে কর দিই তা দিয়ে রাষ্ট্র এই সম্পদগুলো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

সড়ক

সরকার আমাদের চলাচলের সুবিধার জন্য সড়ক বা রাস্তা তৈরি করে এবং প্রয়োজনে এগুলো মেরামত করে। আমাদের শহরগুলোতে আছে বড় পাকা রাস্তা এবং গ্রামগুলোতে আছে কাঁচা রাস্তা। আমরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত এবং মালামাল আনা-নেওয়ার কাজে সড়ক ব্যবহার করি। এছাড়া সড়ক পথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে যানবাহনগুলো চলে তা আমরা সকলেই ব্যবহার করতে পারি।

রেলপথ

সড়কপথের মতোই আমাদের দেশে রয়েছে দীর্ঘ রেলপথ। অসংখ্য মানুষ রেলগাড়িতে চলাচল করেন। রেলগাড়িতে সহজে অনেক মালামাল আনা-নেওয়া করা যায়।

সেতু

আমাদের দেশে বড় বড় নদী আছে, তাই আমাদের অনেক সেতু দরকার। গ্রামে আছে ছোট ছোট বাঁশের তৈরি সাঁকো। অনেক নদীর উপর সড়ক ও রেলপথের জন্য দীর্ঘ সেতু আছে। আমাদের কয়েকটি দীর্ঘ সেতু হলো বঙ্গবন্ধু সেতু, চীনমৈত্রী সেতু এবং লালন-শাহ সেতু। এতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। পদ্মা নদীর উপর আরেকটি বড় সেতু নির্মিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু

ক | এসো বলি

সরকার আমাদের কী ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে তা শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- তোমার বাড়ির কাছে সবচেয়ে বড় সড়ক কোনটি?
- তোমার বাড়ির সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন কোনটি?
- তোমার বাড়ির কাছে বড় সেতু কোনটি?
- বাস ও রেলের সাথে কোন কোন পেশা জড়িত?
- তোমরা কী সড়ক, রেলপথ, সেতু মেরামত বা তৈরি করতে দেখেছ?

খ | এসো লিখি

নিচের ছকে দেওয়া প্রত্যেক ধরনের পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো লেখ।

	বিভিন্ন ধরনের কাজ
সড়ক	সড়ক মেরামত করা,
রেল	
নৌকা	
আকাশপথ	উড়োজাহাজের টিকেট বিক্রি করা

গ | আরও কিছু করি

উপরে দেওয়া যেকোনো ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

ঘ | যাচাই করি

রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে বিভিন্ন পেশার মিল কর।

সড়ক	পাইলট
বিমান	চালক
সেতু	প্রকৌশলী

৩ আরও কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ

নিম্নে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলোর উৎস প্রকৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমরা যা কিছু পাই তাই প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদগুলো আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দেয়।

পানি

আমরা বৃষ্টি, নদনদী, ঝরনা ইত্যাদি থেকে বিশুদ্ধ পানি পাই। পান করা, রান্না করা এবং পরিষ্কার করার কাজে আমরা বাড়িতে পানি ব্যবহার করি। কৃষকেরা চাষাবাদের কাজে পানি ব্যবহার করেন। আমরা জলপথে যাতায়াত করি এবং নদী বা সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহন করতে পারি। শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাসায়, অফিস-আদালতে এবং কারখানায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বড় বড় শিল্প-কারখানায়ও পানির প্রয়োজন হয়। এভাবে নানা কাজে আমাদের পানির প্রয়োজন হয়।

বন

বন হলো আরেকটি প্রাকৃতিক সম্পদ। বনে অনেক ধরনের গাছ জন্মে। বনের গাছ থেকে আমরা ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ এবং খাওয়ার জন্য ফল পাই। বন বিভিন্ন প্রাণীকে নিরাপত্তা দেয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন, রান্না এবং পরিবহনের কাজে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি। অনেক যানবাহন প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে চলে। শিল্প কারখানায়ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যুৎ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- বাতাস, সূর্যের আলো, গ্যাস, তেল, পানি ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আলো জ্বালাতে, রান্নায়, কম্পিউটার ও টেলিভিশন চালাতে এবং শিল্প উৎপাদনে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি।

বাংলাদেশের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ কোথা থেকে পাই?
- এই অধ্যায়ে দেওয়া সম্পদগুলোকে কেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলা হয়?
- বিভিন্ন কাজ করতে এগুলো কীভাবে আমাদের সাহায্য করে?
- আমরা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারি?
- প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হয়ে গেলে কী হবে?

খ| এসো লিখি

নিচের ছকে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্ন ব্যবহার লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

প্রাকৃতিক সম্পদ	বিভিন্ন ব্যবহার
পানি	
বন	
প্রাকৃতিক গ্যাস	
বিদ্যুৎ	

গ| আরও কিছু করি

আমরা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি? বাড়িতে কীভাবে পানি, জ্বালানি এবং বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘ| যাচাই করি

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে এগুলোর ব্যবহারের মিল কর।

প্রাকৃতিক গ্যাস	কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা
পানি	পাল তোলা নৌকা
বাতাস	রেডিও/বেতার
বিদ্যুৎ	আসবাবপত্র তৈরি
বন	সিএনজি চালিত যান

অধ্যায় ৯

এলাকার উন্নয়ন

১ গ্রামাঞ্চল

আমাদের মধ্যে কেউ গ্রামে আবার কেউ শহরে বাস করেন। গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করেন, তাদের সামজিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন।

- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
- যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁশের সাঁকো অথবা কালভার্ট
- নিরাপদ খাবার পানির জন্য নলকূপ
- প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
- ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা
- জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য নালা এবং খাল
- পুকুর
- ফসলের খেতে পানিসেচের ব্যবস্থা
- বিদ্যুৎ সুবিধা
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
- হাটবাজার
- খেলার মাঠ

যদি এই সুবিধাগুলো পর্যাপ্ত না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের উচিত তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে জানানো। তারপর সকলে মিলে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে পারে। যেমন, বাঁশের সাঁকো নির্মাণ, খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ, খেলার মাঠ তৈরি ইত্যাদি।

ক | এসো বলি

মনে কর তোমরা সবাই মিলে একটি নতুন গ্রাম গড়তে যাচ্ছ। পাঠে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোনগুলো সবচেয়ে প্রয়োজন? **গুরুত্বের** ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরি কর। কাজটি শিক্ষকের সহায়তায় সকলে মিলে কর।

খ | এসো লিখি

তোমাদের এলাকায় যে সকল উন্নয়ন করতে হবে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা আগে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

'এসো লিখি'তে যে তালিকাটি তৈরি করেছ তার মধ্য থেকে-

- কোনগুলো নতুন নির্মাণ কাজ?
- কোনগুলো মেরামতের কাজ?
- কোন কাজগুলো অনেক ব্যয়সাপেক্ষ?
- এই কাজগুলো করতে কী ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হবে?
- কোন কাজগুলো স্থানীয় জনগণ মিলে করতে পারে? কীভাবে?

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির জন্য কোনটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি?

ক. পুকুর খ. নদী

গ. নালা ঘ. নলকূপ

২ শহরাঞ্চল

যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তাদের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন।

- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
- চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা
- ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা বা ড্রেন
- ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন
- নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা
- বিদ্যুৎ সুবিধা
- গ্যাস ব্যবস্থা
- রাস্তার বাতি
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
- বাজার
- পার্ক
- খেলার মাঠ

এসব সুযোগ-সুবিধা যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে স্থানীয় জনগণের দায়িত্ব হলো সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে জানানো। এলাকার সকলে মিলে শহরাঞ্চলের সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে পারেন। যেমন, সেতু মেরামত করা, ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, খেলার মাঠ খেলার উপযোগী রাখা ইত্যাদি।

ক | এসো বলি

পৃষ্ঠা নং ৪৪ ও ৪৬ এ উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা কর। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের কোন সুবিধাগুলো একই এবং কোনগুলো আলাদা? কেন?
কাজটি ছোট দলে ভাগ হয়ে কর।

খ | এসো লিখি

আগের পাঠের ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠার 'এসো লিখি' অংশে যে উন্নয়নের তালিকা তৈরি করেছ তা নাও। এখন, কী কী নির্মাণ বা মেরামত করতে হবে তা জানিয়ে স্থানীয় পরিষদে একটি চিঠি লেখ। সুন্দর করে গুছিয়ে লেখ যেন তারা তোমার চিঠি পড়ে বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হন।

গ | আরও কিছু করি

এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যারা পরিচালনা করেন তাদের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর। তোমার সুপারিশ যার কাছে লিখে পাঠাবে তার ঠিকানা কী?

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় কোনটি থাকা সবচেয়ে প্রয়োজন?

ক. গাড়ি খ. ডাস্টবিন
গ. নদী ঘ. পুকুর

বিশ্ব মানচিত্র

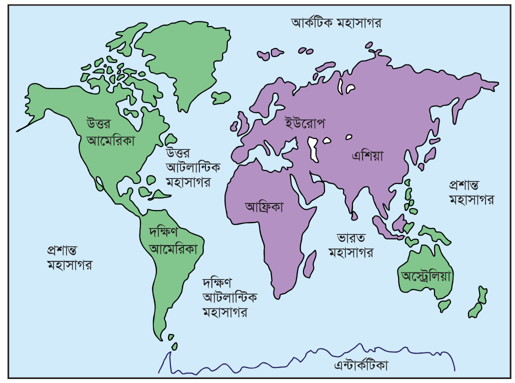

অধ্যায় ১০

এশিয়া মহাদেশ

১ বৃহত্তম মহাদেশ

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত। জনসংখ্যার দিক থেকেও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করেন।

এশিয়া পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এখানে মোট ৪৭টি দেশ আছে। কয়েকটি দেশ মানচিত্রে উল্লেখ করা হলো। এশিয়ার দীর্ঘতম নদী ইয়াংজি চীনে অবস্থিত।

এশিয়ার মানচিত্র

এশিয়া একটি বিশাল মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। এশিয়ার মাঝখানে আছে মরুভূমি। মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম। এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত। এ অঞ্চলে ঠাণ্ডা এবং তীব্র শীতে তুষারপাত হয়। কোনো কোনো শুষ্ক অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না (ইরান, ইরাক, জর্ডান, ইসরায়েল)। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

ক | এসো বলি

সবাই মিলে এশিয়ার মানচিত্রটি দেখ এবং কয়েকটি দেশের নামের তালিকা তৈরি কর। এ দেশগুলো সম্পর্কে তোমরা কে কী জান? কাজটি শিক্ষকের সহায়তায় কর।

খ | এসো লিখি

এশিয়ার জলবায়ু নিয়ে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সবচেয়ে গরম	
সবচেয়ে ঠান্ডা	
সবচেয়ে শুষ্ক	
সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল	

গ | আরও কিছু করি

সবাই মিলে এশিয়ার মানচিত্রটি শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে লাগিয়ে দাও। দেশ, সাগর ও মহাসাগরের নামগুলো চিহ্নিত কর ও রং কর।

ঘ | যাচাই করি

মানচিত্র দেখে বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

ক. এশিয়ার দক্ষিণে	ইউরোপ
খ. এশিয়ার উত্তরে	আর্কটিক সাগর
গ. এশিয়ার পূর্বে	ভারতীয় সাগর
ঘ. এশিয়ার পশ্চিমে	প্রশান্ত মহাসাগর

২ এশিয়ার বিভিন্ন সম্পদ

খাদ্যশস্য

এশিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসলা ইত্যাদি প্রধান। ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই ধান ও গম উৎপাদিত হয়।

অর্থকরী ফসল

এশিয়ার প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো হলো পাট, তুলা, রবার, চা, তামাক ইত্যাদি। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে কফি, আখ ও রেশম জন্মে।

খনিজদ্রব্য

এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজদ্রব্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। এছাড়াও তামা, সোনা, রূপা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শিল্প

শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত। এ মহাদেশের জাপান, চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে। এশিয়ার শিল্পগুলোর মধ্যে লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, পশম, কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য।

কাফকো সার কারখানা, চট্টগ্রাম

ক | এসো বলি

এশিয়া মহাদেশের কী কী সম্পদ আছে? শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর এবং বল।

খ | এসো লিখি

খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ | আরও কিছু করি

এশিয়ার বনভূমিতে বাঘ, হাতি, হরিণ, বানর ও বিভিন্ন ধরনের সাপ পাওয়া যায়। এই প্রাণীগুলোর ছবি সংগ্রহ কর ও এশিয়ার মানচিত্রকে ঘিরে এদের ছবি দেয়ালে সাজিয়ে দাও।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়............................... ।

অধ্যায় ১১

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

১ ভূপ্রকৃতি

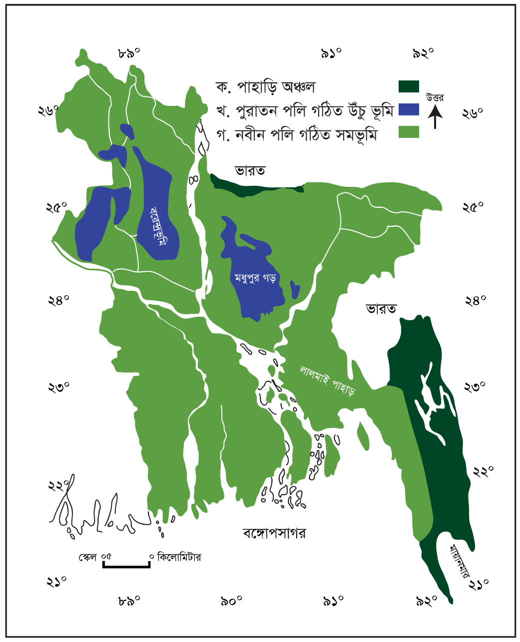

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র

ভূপ্রকৃতি হচ্ছে কোনো দেশের ভূমির গঠন ও অবস্থা, বিশেষ করে সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির উচ্চতার তারতম্য।

পাহাড়ি অঞ্চল

আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্থান সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। তবে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু পাহাড় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম তাজিনডং, যার উচ্চতা প্রায় ১,২৩১ মিটার। দ্বিতীয় উঁচু পাহাড়ের নাম কেওক্রাডং, যার উচ্চতা ১২৩০ মিটার। এ দুটি পাহাড় বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। এই পাহাড়ি এলাকায় বনভূমি আছে। এই বনভূমি বাংলাদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

উঁচু ভূমি

পাহাড়ি এলাকা থেকে নিচু এসব উঁচু ভূমি পুরাতন পলি দিয়ে গঠিত। নদীর স্রোতে বয়ে আসা পলিমাটি জমা হয়ে এসব ভূমি তৈরি হয়েছে। মানচিত্রে এই উঁচু ভূমিকে নীল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমভূমি

সমভূমি নতুন পলি দিয়ে গঠিত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে কিছুটা ঢালু। এই সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক নদী এবং এই ভূমিতে প্রায়ই বন্যা হয়। তাই নতুন পলি গঠিত সমভূমির মাটি খুব উর্বর।

ক | এসো বলি

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তুমি যা জান তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- কেউ কি পাহাড়ে, সমভূমিতে বা বনে ঘুরতে গিয়েছ?
- কোন ধরনের এলাকা থেকে নদীর উৎপত্তি হয়?
- বেশিরভাগ নদীর গতিপথ কোনদিকে?

খ | এসো লিখি

বাংলাদেশের বিভাগীয় মানচিত্রের সাথে ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র তুলনা কর। কোন কোন বিভাগে উঁচু ভূমি অবস্থিত?

উঁচু ভূমি	বিভাগ
বরেন্দ্রভূমি	
মধুপুর গড়	
লালমাই পাহাড়	

গ | আরও কিছু করি

বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে বিভাগগুলো চিহ্নিত কর। এবার পাহাড়ি অঞ্চলগুলো রং করে মানচিত্রে চিহ্নিত কর।

ঘ | যাচাই করি

এক কথায় উত্তর দাও :

পশ্চিমে কোন উঁচু ভূমি আছে?---

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় কোন দেশ অবস্থিত?--------------------

বাংলাদেশের দক্ষিণে কোন উপসাগর অবস্থিত?---------------------------

২ জলবায়ু

বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। কিন্তু তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

গ্রীষ্মকাল

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এসময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। কোনো কোনো দিন তাপমাত্রা এর চেয়েও বেশি হয়। বছরের সবচেয়ে উষ্ণ মাস এপ্রিল। এপ্রিল বা মে মাসে 'কালবৈশাখী' ঝড় হয়।

বর্ষাকাল

জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। এসময় মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তর দিকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই ঋতুতে দেশে গড়ে ২০৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকাল

বর্ষাকালের পরে বাংলাদেশের তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল স্থায়ী হয়। দেশের উত্তর অঞ্চলে বেশি শীত পড়ে এবং এসময় গড়ে তাপমাত্রা থাকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে বাংলাদেশে তুষার পড়ার মতো ঠাণ্ডা পড়ে না।

বর্ষা

গ্রীষ্ম

শীত

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় তিনটি প্রধান ঋতু সম্পর্কে শ্রেণিতে সবার সাথে আলোচনা কর।

- কোন ঋতুটি তোমার সবচেয়ে পছন্দের?
- কোন ঋতুটি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী?
- দেশের উত্তর অঞ্চলের শীতকাল বর্ণনা কর।
- বাংলাদেশে বৃষ্টির উপর বঙ্গোপসাগরের প্রভাব বর্ণনা কর।

খ| এসো লিখি

তিনটি ঋতুর যেসব সংখ্যাগত তথ্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল	শীতকাল

গ| আরও কিছু করি

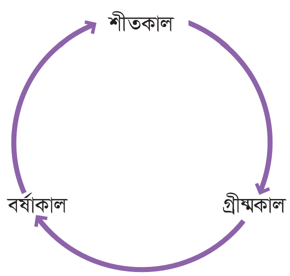

বৃত্তাকারে তিনটি ঋতুকে একটি পোস্টারে আঁক। ঋতুগুলোর অন্তর্ভুক্ত মাস লেখ এবং ওই ঋতুর বিভিন্ন ছবি আঁক।

ঘ| যাচাই করি

ঋতুর সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মিল কর।

গ্রীষ্মকাল	মৌসুমি বায়ু
বর্ষাকাল	কালবৈশাখী
শীতকাল	গরম
	ঠাণ্ডা

৩ বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এই পাঠে আমরা বঙ্গোপসাগরের আশেপাশে তিনটি আকর্ষণীয় স্থান সম্পর্কে জানব।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সুন্দরবন। এ বনের নাম সুন্দরি গাছের নাম অনুসারে হয়েছে। এই বন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে। এটি পৃথিবীর বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্বের একটি অন্যতম ঐতিহ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বনে বাস করে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এছাড়া আছে চিত্রা হরিণ, বন্যশূকর, সজারু আর পাখি। বনের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য খাল ও ছোট ছোট নদী যেখানে বাস করে কুমির, সাপ ও মাছ। এই খাল আর ছোট নদী সুন্দরবনের মাটিকে করেছে উর্বর।

কক্সবাজার

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্রসৈকত। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। এই সৈকত বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর ১২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। সাঁতার কাটা আর ঘুরে বেড়ানোর জন্য পর্যটকদের কাছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত অত্যন্ত প্রিয়। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের পেছনে আছে সবুজে ঘেরা পাহাড়। কক্সবাজারের দক্ষিণে আছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ যা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। হিমছড়ি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত। ইনানী বিচ্ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। পরিবার ও আপনজনদের নিয়ে অবসরে ভ্রমণ ও সময় কাটানোর জন্য একটি সুন্দর জায়গা হলো কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত।

কুয়াকাটা

বাংলাদেশের দক্ষিণে পটুয়াখালী হতে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত অবস্থিত। ঢাকা থেকে কুয়াকাটার দূরত্ব প্রায় ৩২০ কিলোমিটার। কুয়াকাটা শব্দের অর্থ হলো কুয়া খনন করা। প্রায় ২০০ বছর আগে রাখাইনরা পানির জন্য এখানে কুয়া খনন করেছিলেন। এখানে ১০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির আছে। শীতে এখানে অনেক অতিথি পাখি আসে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্রসৈকত যেখানে সাগরের মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে কুয়াকাটাকে বলা হয় সাগরকন্যা। কুয়াকাটা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান।

ক | এসো বলি

কেন পর্যটকরা বঙ্গোপসাগরের আশেপাশে এসকল স্থানে বেড়াতে আসবেন তা শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।
আমরা কীভাবে আকর্ষণীয় স্থানগুলোর পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আকর্ষণগুলো তালিকায় লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সুন্দরবন	কক্সবাজার	কুয়াকাটা
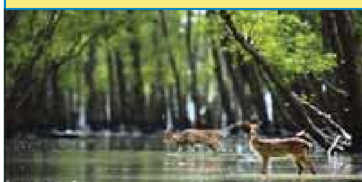	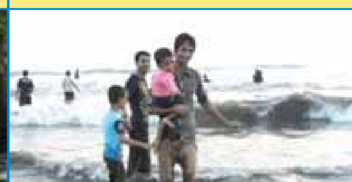	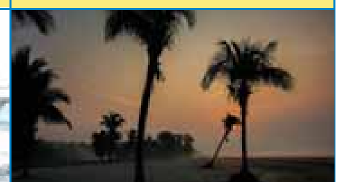

গ | আরও কিছু করি

সুন্দরবন/কক্সবাজার/কুয়াকাটা এই তিন স্থানের মধ্যে যেকোনো একটি আকর্ষণীয় স্থানকে বেছে নাও। কেন স্থানটি আকর্ষণীয়? পর্যটকদের উৎসাহিত করতে একটি পোস্টার তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সাথে তাদের আকর্ষণীয় দিকগুলোর মিল কর।

সুন্দরবন	দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত
	অতিথি পাখি
কক্সবাজার	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
	জলপ্রপাত
কুয়াকাটা	বৌদ্ধমন্দির
	ম্যানগ্রোভ বন

৪ দর্শনীয় পাহাড়ি এলাকা

এই পাঠে আমরা বাংলাদেশের তিনটি আকর্ষণীয় পাহাড়ি এলাকা সম্পর্কে জানব।

স্বর্ণমন্দির, বান্দরবান

বান্দরবান

বান্দরবান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ি জেলা। এখানেই আছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়া তাজিনডং। এখানে আরও আছে দর্শনীয় চিম্বুক পাহাড়ের চূড়া ও বগা লেক। মিলানছড়িতে আছে শৈলপ্রপাত নামে এক পাহাড়ি ঝর্ণা। এছাড়া সারা শহর জুড়ে আছে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির। স্থানীয় ভাষায় এই মন্দিরগুলোকে বলে কিয়াং।

রাঙামাটি

রাঙামাটি বাংলাদেশের আরও একটি পাহাড়ি জেলা। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাপ্তাই হ্রদ। রাঙামাটি সবুজ পাহাড়, বন আর লেকে ঘেরা সুন্দর জায়গা। এটি একটি জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র। মাছ ধরা, ঘুরে বেড়ানো ও গোসল করার জন্য জনপ্রিয়। চাকমা, মারমা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাসস্থান রাঙামাটি। তাই এখানে তাদের হাতে বানানো পোশাক ও হাতির দাঁতের গহনা পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জাদুঘর আছে।

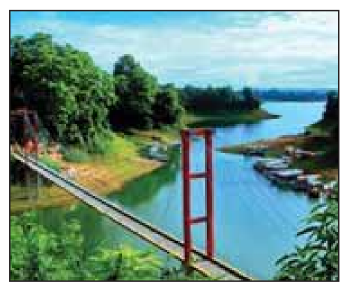

ঝুলন্তসেতু, রাঙামাটি

পাহাড়ঘেরা জাফলং

জাফলং

সিলেট বিভাগের উত্তরে হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে জাফলং অবস্থিত। এখানে খাসি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আবাসস্থল। এখানে মারী নদী থেকে বয়ে আসে অনেক পাহাড়ি পাথর। এই পাহাড়ি পাথর স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জাফলং পাহাড়েঘেরা এক সবুজ বন যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

ক | এসো বলি

কেন পর্যটকরা বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে আসবেন তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- তুমি বেড়ানোর জন্য পাহাড় নাকি সমুদ্র সৈকত বেছে নেবে?
- এসব স্থানের পরিবেশকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

খ | এসো লিখি

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের আকর্ষণগুলো তালিকায় লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

বান্দরবান	রাঙামাটি	জাফলং

গ | আরও কিছু করি

তোমার পছন্দ অনুযায়ী একটি দর্শনীয় স্থান বেছে নাও এবং কেন তুমি সেখানে যেতে চাও তা লেখ। মনে কর শ্রেণিতে যার লেখা সবচেয়ে সুন্দর হবে সে দর্শনীয় স্থানটি ভ্রমণের সুযোগ পাবে।

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সাথে তাদের আকর্ষণগুলোর মিল কর।

বান্দরবান	ঝুলন্তসেতু
	বৌদ্ধমন্দির
রাঙামাটি	চাকমা
	খাসিয়া
জাফলং	জাদুঘর

অধ্যায় ১২

দুর্যোগ মোকাবেলা

১ বন্যা

বাংলাদেশে নানা ধরনের দুর্যোগ ঘটে তার মধ্যে দুটি হলো বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মানবসৃষ্ট পরিবেশ দুষণের প্রভাবে অনেক সময় দুর্যোগ ঘটে থাকে।

বন্যার প্রভাব

১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ৭টি ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে মূলত বন্যার প্রকোপ বেশি থাকে। এই বন্যার ফলে মানুষের জীবন, ফসল, বাড়ি-ঘর এবং রাস্তা-ঘাটের অনেক ক্ষতি হয়। বন্যার কারণে বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষের মাঝে নানা রোগ ছড়ায়। তবে বন্যা হলে মাটিতে পলি জমা হয় যা মাটির উর্বরতা বাড়াতে সহায়তা করে।

বন্যার কারণ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা হয়। আবার মানুষও বন্যার তীব্রতা বাড়াতে পারে। যেমন, গাছ কেটে ফেলা, যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা-ঘাট, বাসস্থান, বাঁধ তৈরি করার ফলে বর্ষার পানি বেড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। একারণে বন্যার পানি সহজে নামতে পারে না। ফলে সহজেই বন্যা দেখা দেয়।

বন্যা মোকাবেলা

বন্যা সবসময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আমরা যাতে বন্যা মোকাবেলা করতে পারি সে জন্য কিছু প্রস্তুতি নেওয়া যায়। যেমন :

- নিয়মিত রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আবহাওয়া সম্পর্কে খবর শুনব।
- বাড়ির কাছে খাল-নদীতে চিহ্ন দিয়ে বাঁশ-লাঠি পুঁতে রাখব যাতে বুঝতে পারি পানি কতটুকু বাড়ল।
- বন্যার আগে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, ঔষধ জমিয়ে রাখব।
- পড়ার বই-খাতা ও ঘরের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে গুছিয়ে রাখব।
- মনে সাহস রাখব এবং ধৈর্যের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলা করব।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- বন্যা নিয়ে তোমার কী ধরনের অভিজ্ঞতা আছে?
- তোমার এলাকায় সংঘটিত কোনো বন্যা সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা বল।
- বন্যা মোকাবেলায় কী ধরনের প্রস্তুতি নেবে?
- বন্যা কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব?

বন্যা

খ | এসো লিখি

বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতিস্বরূপ তুমি তোমার পরিবারের জন্য প্রধান যে ৪টি কাজ করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

গ | আরও কিছু করি

বন্যায় কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয় সে সম্পর্কে বন্ধুদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি পোস্টার তৈরি কর। প্রয়োজনে ছবি আঁকতে পার ও অন্য কোনো ছবি সংযোজনও করতে পার।

ঘ | যাচাই করি

বন্যার সময় পড়ালেখার ক্ষতি হয় কারণ.. ।

২ ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা

বাংলাদেশে ১৯৭০, ১৯৯১ এবং ২০০৭ সালে তিনটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়। মানচিত্রে দেখে নাও বাংলাদেশের কোন এলাকাগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি। ঘূর্ণিঝড় থেকে উৎসারিত তীব্র বাতাস ঘর-বাড়ি ও ফসল ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে সমুদ্রে ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। এতে উপকূলীয় এলাকার অনেক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণ

সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেখানে বায়ুর নিম্নচাপ হয়। এই নিম্নচাপের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে থাকে। তবে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ার কারণে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ ঘূর্ণিঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যবস্থা নিতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা

ঘূর্ণিঝড়ের সময় কিছু সংকেত দেওয়া হয়। স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ১ নম্বর থেকে মহাবিপদ সংকেত ১০ নম্বর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

- নিয়মিত সংকেত শুনব, অন্যদের জানাব ও নিজেরা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেব।
- আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ কোনো স্থানে যাবার আগে নিজেদের বইপত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখব।
- মা-বাবার সাথে মিলেমিশে কাজ করব। বড়দের কথা মেনে চলব এবং সবসময় নিরাপদ স্থানে থাকব।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তুমি কী শুনেছ?
- কারও কি ঘূর্ণিঝড় দেখার অভিজ্ঞতা আছে?
- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত কীভাবে পাওয়া যায়?
- ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব কীভাবে কমিয়ে আনা যায়?

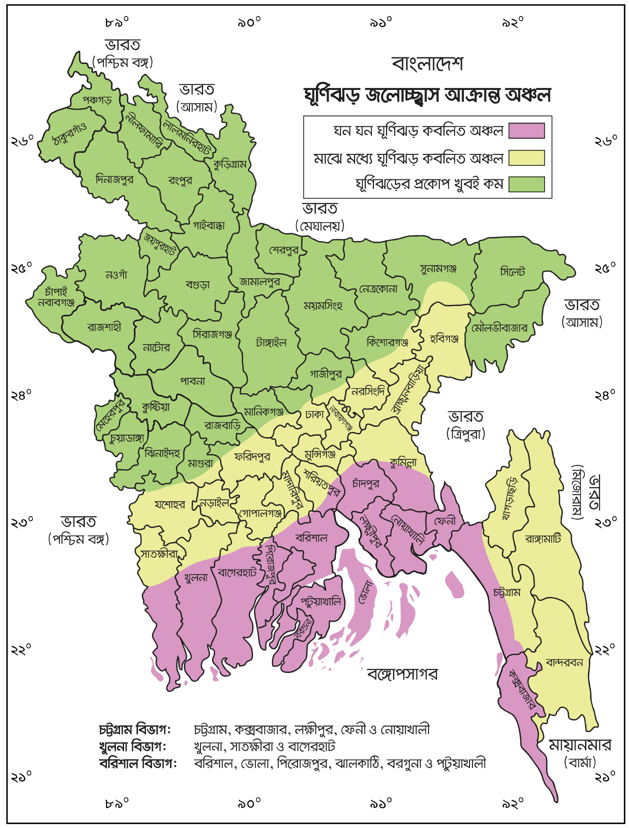

খ | এসো লিখি

মানচিত্র থেকে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়তে পারে এমন এলাকাগুলোর তালিকা তৈরি কর।

গ | আরও কিছু করি

ঘূর্ণিঝড়ে কী ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে এলাকার সবার মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি পোস্টার তৈরি কর।

প্রয়োজনে ছবি আঁকতে পার ও অন্য কোনো ছবি সংযোজন করতে পার।

ঘ | যাচাই করি

শূন্যস্থান পূরণ কর।

ঘূর্ণিঝড়ের মহাবিপদ সংকেত হলো..।

৩ আগুন

আগুনের প্রভাব

বাংলাদেশে আজকাল আগুন লাগার ঘটনা বেশি ঘটছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে শহরের বস্তি, গার্মেন্টস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়াও যেসব এলাকায় বেশি লোক বসবাস করে সেসব এলাকাতেও আগুন লেগে এ ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আগুন লাগলে ঘরবাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবন বিপদগ্রস্থ হয়।

আগুন লাগার কারণ

মানুষের সৃষ্ট নানা কারণে আগুন লাগতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

- রান্নার পরে চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে না দিলে
- সিগারেট, বিড়ি, হুকার আগুন থেকে
- ঘরে কুপি, হারিকেন, মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখলে
- বাড়ির বিদ্যুতের লাইনে সমস্যা থাকলে
- কারখানার **দাহ্য** পদার্থ (যে জিনিসে সহজে আগুন ধরে) থেকে
- শিশুরা আগুন নিয়ে খেলা করলে বা আতশবাজি ফোটাতে গেলে
- এক বাড়িতে আগুন লাগলে সহজেই অন্য বাড়িতে আগুন ধরে যেতে পারে

আগুন মোকাবেলা

- প্রথমে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিতে হবে।
- আশেপাশের মানুষকে সচেতন করতে হবে।
- বিল্ডিং এর ভেতর লোক থেকে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
- দাহ্য পদার্থ লোকালয় থেকে দূরে রাখতে হবে।
- আগুনে শরীরের কোনো জায়গা পুড়ে গেলে সেখানে ১০ মিনিট ধরে পানি ঢালতে হবে ও দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।
- কোনো সম্পদ রক্ষা করতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

আগুন নিভানো হচ্ছে

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- আগুন লাগা সম্পর্কে কখনো কিছু শুনেছ?
- কেউ কি কোনো সময় নিজের এলাকায় আগুন লাগতে দেখেছ? কীভাবে আগুন লেগেছিল?
- আগুন কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
- আগুন লাগলে তুমি কী করবে?

খ | এসো লিখি

এ অধ্যায়ে যে দুর্যোগগুলো সম্পর্কে জেনেছ তা কি তোমাদের মনে আছে? নিচের ছকে প্রতিটি দুর্যোগ সম্পর্কে একটি করে তথ্য লেখ।

	বন্যা	ঘূর্ণিঝড়	আগুন
কারণ			
প্রভাব			
মোকাবেলা			

গ | আরও কিছু করি

আগুন লাগলে কীভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের বন্ধুদের মধ্যে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা আয়োজন কর।

দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য পোস্টার বানাতে পার। পোস্টারে নিজে আঁকা ছবি কিংবা অন্য কোনো ছবি সংযোজন করতে পার।

ঘ | যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের মিল কর :

শুষ্ক মৌসুমে মানুষের অসচেতনতা	ঘূর্ণিঝড়
সাগরের উপর নিম্নচাপ	জলাবদ্ধতা
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পথে-ঘাটে পানি জমে যায়	আগুন লাগা

অধ্যায় ১৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ

১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বিভিন্ন সময়ের **আদমশুমারি** থেকে নেওয়া বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত ছকটি লক্ষ কর। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৩৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বছরে ১.২% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির হার ১৯৭০ সালের থেকে কম। সেই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩%। দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। তা সত্ত্বেও অতীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়তনের তুলনায় তা অনেক বেশি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

একটি দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করেন, তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। যেহেতু আমাদের দেশের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাই সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে চলেছে। ২০১১ সালে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন।

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে এগারতম। সিঙ্গাপুরের অবস্থান তৃতীয় এবং হংকং চতুর্থ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আছে তেত্রিশতম স্থানে এবং পাকিস্তানের অবস্থান ছাপ্পান্নতম।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন :

- মানুষ কাজ পায় না
- প্রয়োজনীয় খাবার পাওয়া যায় না
- অনেকে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না
- চিকিৎসা সেবা পায় না
- সমাজে অপরাধ বেড়ে যায়
- পরিবেশ দূষিত হয়।

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর :

- সাধারণত একটি পরিবারে কতজন সদস্য থাকে?
- পরিবহনের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
- বাসস্থানের উপর কী প্রভাব পড়ে?
- মানুষ কী পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে?

খ | এসো লিখি

অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কেমন হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

কাজে	
খাবারে	
শিক্ষায়	
স্বাস্থ্যে	
পরিবেশে	

গ | আরও কিছু করি

জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে একটি গ্রাফ তৈরি কর।

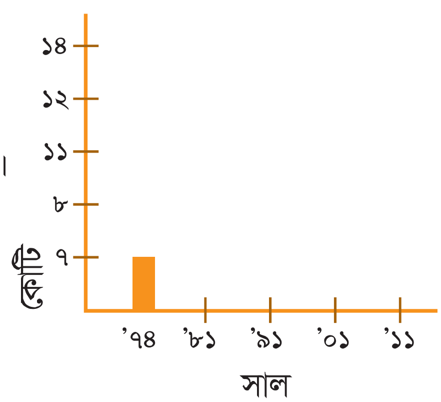

ঘ | যাচাই করি

সংখ্যা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ....।

বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ....।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ....।

আমরা বিশ্বে .... তম জনবহুল দেশ।

২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান চারটি কারণ হলো :

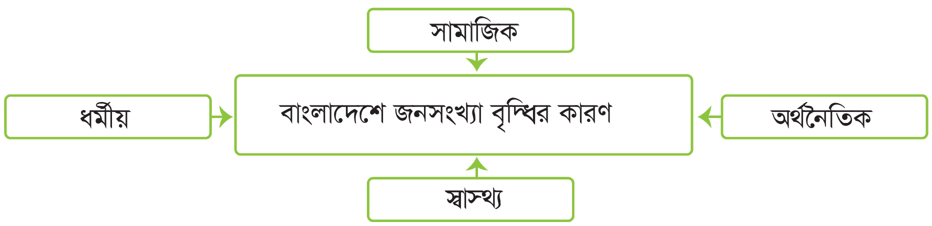

সামাজিক কারণ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন **সামাজিক** কারণ রয়েছে। যেমন- শিক্ষার অভাব, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কুসংস্কার, ছেলে সন্তান লাভের আশা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আর তাদের অধিকাংশ আয়মূলক কাজে জড়িত নন। ফলে ছেলেমেয়ে লালন-পালনেই তাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। অনেক মা-বাবা মনে করেন, অধিক সন্তান থাকলে বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করবে। তাই তারা বেশি সন্তান নেন।

অর্থনৈতিক কারণ : বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। আর কৃষিকাজে লোকবল বেশি প্রয়োজন হয়। এ কাজ করার জন্য সবাই ছেলে সন্তান চায়। কারণ ছেলেরাই কৃষিকাজ করে পরিবারের জন্য আয় করে থাকেন। আবার বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা ছেলে সন্তানের উপর বেশি নির্ভর করে।

ধর্মীয় কারণ : অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তা যেহেতু আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি খাবারের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। ফলে তারা অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার বাস্তব সমস্যাগুলোর কথা ভাবেন না।

স্বাস্থ্যগত কারণ : চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে বাংলাদেশের মৃত্যুহার এখন অনেক কমে এসেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর ক্ষেত্রে **নারীর ভূমিকা** অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের যথাযথ শিক্ষা থাকলে তারা তাদের পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের কাজ করতেন। শিক্ষা ও ভালো উপার্জন তাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সচেতন করত। ফলে পরিবার ছোট রাখা সম্ভব হতো।

ক | এসো বলি

অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যাগুলো হয় তা সমাধানের কয়েকটি উপায় নিচে দেওয়া আছে। এগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? গুরুত্বের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সমাধানগুলো সাজাও। শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনার মাধ্যমে কাজটি কর।

- উন্নত চিকিৎসা সেবা
- ছোট পরিবার
- সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা
- নারীদের উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণ

খ | এসো লিখি

নিচের শিরোনামে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণগুলোর তালিকা তৈরি কর :

সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
ধর্মীয়	
স্বাস্থ্যগত	

গ | আরও কিছু করি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন করতে টেলিভিশনে একটি নতুন ধরনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর। যে বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে :

- অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি কারা থাকবেন?
- কী কী দৃশ্য থাকতে পারে?
- কী বার্তা তুমি দিতে চাও?

ঘ | যাচাই করি

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

তোমার মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির মূল কারণ কোনটি?

অধ্যায় ১৪
আমাদের ইতিহাস

১ প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের একজন রাজা

এই অধ্যায়ে আমরা প্রাচীনকালের তিনজন রাজা সম্পর্কে জানব। আরও জানব সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে।

রাজা শশাংক
সপ্তম শতকে বাংলায় শশাংক নামে একজন প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর শাসনামলে তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্যসীমানা বাড়িয়েছিলেন।

রাজা গোপাল
রাজা শশাংকের পর প্রায় একশ বছর ধরে বাংলায় ভীষণ অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। এরপর অষ্টম শতকে রাজা গোপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি **পাল রাজবংশের** প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশ বাংলায় প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিল।

রাজা লক্ষণ সেন
রাজা লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতকে বাংলায় রাজত্ব করেন। রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন সেন রাজবংশের চর্তুথ রাজা। তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও কবি। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিলেন।

সামাজিক জীবন
সেই সময়ের সমাজজীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। তখন মানুষ সনাতন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। যেমন, নাপিত, কামার, কুমার, ধোপা, মুচি ইত্যাদি। সে সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ ছিল দুটি প্রধান ধর্ম। নৌকা, গরুর গাড়ি ও পালকি ছিল প্রধান যানবাহন। ভাত ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্য। শাকসবজি, ডাল, মাছ ইত্যাদিও খাওয়া হতো। বিনোদনের প্রধান উপাদান ছিল গান, নাচ, পাশা, দাবা, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলা।

অর্থনৈতিক জীবন
কৃষিকাজই ছিল প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান পেশা। ধান আর আখ ছিল প্রধান ফসল। কুটির শিল্পে তুলা ও রেশম দিয়ে বাংলার কারিগররা নানারকম কাপড় বুনতেন। এসব কাপড় বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বাংলার বণিকেরা বিদেশের সাথে বাণিজ্য করতেন।

ক | এসো বলি

বাংলার প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে সবার সাথে আলোচনা কর।

- রাজবংশ কী?
- প্রাচীনযুগে মানুষের প্রধান পেশা কী ছিল?

খ | এসো লিখি

নিচের তিনজন রাজার বিভিন্ন অর্জন এবং তাদের শাসনকাল লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

শশাংক	গোপাল	লক্ষণ সেন

গ | আরও কিছু করি

নিচে দেওয়া শতাব্দীর ঘটনাপঞ্জি আঁক এবং এই তিনজন রাজার নাম এবং তাদের রাজবংশীয় শাসনামলের সময় উল্লেখ কর।

------সপ্তম------অষ্টম------নবম------দশম------একাদশ-------দ্বাদশ------
শতক শতক শতক শতক শতক শতক

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন রাজার সাথে তাদের শাসনকালের মিল কর।

সপ্তম শতক	লক্ষণ সেন
অষ্টম শতক	শশাংক
দ্বাদশ শতক	গোপাল

২ মধ্যযুগ

প্রাচীনকালের পরবর্তী সময়ের (মধ্যযুগের) তিনজন রাজা সম্পর্কে আমরা জানব, আরও জানব সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তখন ছিল বাংলায় মুসলিম শাসনামল। তাঁর প্রধান সাফল্য হলো তিনি দিল্লির সুলতানদের কবল থেকে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখেন। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন। তাঁর শাসনামলে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর বাড়ে।

ঈসা খাঁ

বাংলার বড় বড় অঞ্চলের জমিদার যারা বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত, তাঁদের নেতা ছিলেন ঈসা খাঁ। তিনি সোনারগাঁও এর জমিদার ছিলেন। বাংলার স্বাধীনতার জন্য ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির মোগল সম্রাট আকবরের সাথে তিনি যুদ্ধ করেন। ঈসা খাঁ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মোগলদের অধীনতা মানেন নি।

শায়েস্তা খান

বাংলা মোগলদের অধীনে চলে গেলে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে মোগলরা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। তাঁর আমলে সুশাসন ছিল। এসময় চাল খুব সস্তা ছিল। টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খান এ অঞ্চল থেকে জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন।

সামাজিক অবস্থা

বাংলায় তখন হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে সম্প্রীতির সাথে বাস করতেন। মধ্যযুগের শাসকদের আনুকূল্যে বাংলাভাষা এবং সাহিত্য ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। এসময় বাংলায় গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। কুটির শিল্পের কারিগররা ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। মধ্যযুগের পোশাক এবং খাদ্যাভাস ছিল প্রাচীন যুগের মতোই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এ যুগের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। এসময় সুতার তৈরি মসলিন এবং রেশমের কাপড় অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। হাতির দাঁতের শিল্প ও কাঠের কাজে বাংলার শিল্পীরা পারদর্শী ছিলেন। আমদানি থেকে রপ্তানি বাণিজ্য এসময় বেশি ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানি হতো চাল, চিনি, আদা, হলুদ, মসলিন এবং অন্যান্য ধরনের কাপড়। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম সুপরিচিত ছিল।

ক | এসো বলি

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি যা জান তা শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে আলোচনা কর।

- কখন বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে?
- মোগলরা কোন স্থান হতে শাসনকার্য পরিচালনা করত?

খ | এসো লিখি

নিচের তিনজন রাজার বিভিন্ন অর্জন এবং তাদের শাসনকাল লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	ঈসা খাঁ	শায়েস্তা খান

গ | আরও কিছু করি

আগের পাঠে তোমার আঁকা ঘটনাপঞ্জিটির সাথে বাংলার মধ্যযুগ যোগ কর। এই সময়কাল সম্পর্কে আরও কিছু ঘটনা খুঁজে বের করতে চেষ্টা কর।

ঘ | যাচাই করি

বিভিন্ন শাসকদের সাথে তাদের শাসনামলের মিল কর :

চতুর্দশ শতক	শায়েস্তা খান
ষোড়শ শতক	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
সপ্তদশ শতক	ঈসা খাঁ

অধ্যায় ১৫

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

১ ভাষা আন্দোলন: ১৯৫২

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের দুটি ভাগ ছিল। একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। আর তাই পশ্চিম পাকিস্তানিরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের হয়। পুলিশ সে মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। সেখানে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউরসহ অনেকেই শহিদ হন।

ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছোট ছোট শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা শহিদ দিবস হিসেবে পালন করি। মাতৃভাষার মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- পশ্চিম পাকিস্তানিরা কী কী সুযোগ সুবিধা ভোগ করত?
- পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করতে চেয়েছিল?
- কোন তারিখে মিছিল বের হয়েছিল?
- ভাষা আন্দোলনে কারা শহিদ হয়েছিলেন?
- দিনটিকে কীভাবে স্মরণ করা হয়?

খ | এসো লিখি

তোমাদের বিদ্যালয়ে বিগত শহিদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) কীভাবে পালিত হয়েছিল তার বর্ণনা লেখ।

গ | আরও কিছু করি

১৯৫২ সালের আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ কর।

১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যারা শহিদ হয়েছেন তাদের ছবি নিয়ে অ্যালবাম তৈরি কর। ছবিগুলোর নিচে তাদের নাম লেখ।

ঘ | যাচাই করি

শূন্যস্থান পূরণ কর :

একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা পালন করি .... ।

২ গণ অভ্যুত্থান: ১৯৬৯

ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তিশালী জোট তৈরি হয়। এই জোটের নাম 'যুক্তফ্রন্ট'। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। এর ফলে পাকিস্তানের সরকারে তাদের স্থান শক্তিশালী হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। ফলে এ দেশের সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির দাবি ছয় দফা উত্থাপন করেন। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে **স্বায়ত্তশাসনের** দাবি তোলেন বঙ্গবন্ধু। একারণে বঙ্গবন্ধুসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় এবং তাঁদের কারাগারে বন্দী করা হয়। এই মামলাটি আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। অসংখ্য ছাত্র ও সাধারণ মানুষ এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান। বঙ্গবন্ধুসহ সকল কারাবন্দীকে মুক্ত করার জন্য ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করেন এবং তা একসময় গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয় যা ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান নামে খ্যাত। শহিদ হন শিক্ষক, ছাত্রসহ অনেকে। গণ অভ্যুত্থানের চার শহিদের ছবি নিচে দেওয়া হলো :

শহিদ আসাদ — শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক — শহিদ ড. শামসুজ্জোহা — শহিদ মতিউর

এই অভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন এবং নতুন প্রেসিডেন্ট হন ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করলেও ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে হরতাল-অবরোধ শুরু হয়।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কারা জয়লাভ করেছিল?
- ছয় দফা দাবির উদ্দেশ্য কী ছিল?
- কিসের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল?
- অভ্যুত্থানে কারা শহিদ হয়েছিলেন?
- ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হয়েছিলেন?
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কারা জয়লাভ করে?

খ| এসো লিখি

নিচের সালগুলোতে কী ঘটেছিল?

১৯৫২ ....

১৯৫৪ ....

১৯৬৬ ....

১৯৬৯ ....

১৯৭০ ....

গ| আরও কিছু করি

তোমাদের এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধাকে শ্রেণিতে আমন্ত্রণ জানাও এবং ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ তাঁর কাছ থেকে শোন।

ঘ| যাচাই করি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন?

ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৬৬ গ. ১৯৭০ ঘ. ১৯৫৪

৩ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

১৬ই মার্চ থেকে ২৫এ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। সব আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৫এ মার্চের 'কালো রাতে' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারী-পুরুষকে হত্যা করে। এ কালো রাতেই বঙ্গাবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬এ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গাবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬এ মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত। বঙ্গাবন্ধু হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করে। মুক্তিবাহিনীতে সকল শ্রেণি পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন, অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন, অনেকেই ঘরবাড়ি হারান। রাজাকার-আলবদর নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক বাঙালি পাকিস্তানিদের পক্ষে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা যুদ্ধাপরাধী। তাদের বর্বর নির্যাতন ও পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা মুক্তিবাহিনীকে দমাতে পারেনি। অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন ভূ-খণ্ডের পাশাপাশি আমরা পাই একটি নতুন মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত।

ক| এসো বলি

সবাই মিলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?
- ইয়াহিয়া খানের সাথে কতদিন ধরে আলোচনা হয়েছিল?
- ২৫এ মার্চে কী ঘটেছিল?
- ১০ই এপ্রিল কী ঘটেছিল?
- কয়মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল?
- মুক্তিবাহিনীতে কারা যোগদান করেছিলেন?

খ| এসো লিখি

১৯৭১ সালের নিম্নের দিনগুলোতে কি ঘটেছিল?

৭ই মার্চ ....

১৬ই মার্চ ....

২৫এ মার্চ ....

২৬এ মার্চ ....

১০ই এপ্রিল ....

১৬ই ডিসেম্বর ....

গ| আরও কিছু করি

তোমাদের পরিবার ও আশেপাশের বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনা শোন। সম্ভব হলে স্মৃতিচারণের জন্য বিদ্যালয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানাও।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ .... ।

অধ্যায় ১৬

আমাদের সংস্কৃতি

১ ভাষা ও পোশাক

সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের ধরন : এর মধ্যে রয়েছে আমাদের ভাষা, পোশাক, খাদ্য, আচার-অনুষ্ঠান, গানবাজনাসহ আরও অনেক কিছু। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এগুলো সব মিলিয়েই বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

ভাষা

ভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এদেশের হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সবাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে **একসূত্রে গাঁথা**।

মেয়েদের পোশাক

শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। বর্তমানে অনেকেই বিশেষ করে কম বয়সী মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরতে পছন্দ করে। ছোট মেয়েদের অনেকেই ফ্রক এবং স্কার্ট পরে। তবে এখনও বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে বেশিরভাগ মেয়েই শাড়ি পরেন এবং নানারকম গয়না, টিপ, ফুল পরে থাকেন।

ছেলেদের পোশাক

এদেশের পুরুষেরা গ্রামাঞ্চলে এবং বাড়িতে সাধারণত লুঙ্গি পরেন। অফিসের কাজে তারা শার্ট-প্যান্ট পরেন। অনেকে বিশেষ অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরেন। বয়স্ক হিন্দু পুরুষেরা আগে ধুতি পরতেন। পুরুষ মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পায়জামা-পাঞ্জাবি ও টুপি পরেন।

ক| এসো বলি

বিশেষ অনুষ্ঠানে তোমরা কী ধরনের পোশাক পর? জোড়ায় আলোচনা কর।
তোমাদের পরিবারের অন্য সদস্যরা কী ধরনের পোশাক পরেন?

খ| এসো লিখি

তোমার এলাকার মানুষজন কী ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ পরেন সে সম্পর্কে লেখ।

মেয়েদের পোশাক	ছেলেদের পোশাক

গ| আরও কিছু করি

বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ছবি দিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি কর। ছবির নিচে পোশাকগুলো সম্পর্কে লেখ।

ঘ| যাচাই করি

কোনটি সংস্কৃতির অংশ নয়?

ক. ভাষা খ. পোশাক গ. গাড়ি ঘ. ধর্ম

২ খাবার

কথায় আছে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। মাছ ও ভাত আমাদের প্রধান খাবার। এছাড়াও আমরা ডাল, মাংস ও নানারকম শাকসবজি খাই এবং খাবার সুস্বাদু করার জন্য মশলা ব্যবহার করি।

বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত মাংস-পোলাও, বিরিয়ানি এবং খিচুড়ি খাই। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাওয়া বাঙালিদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। গরমের দিনে কৃষক পরিবারে নানারকম ভর্তা, ভাজি ও কাঁচামরিচ দিয়ে পান্তা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

আমরা উৎসব অনুষ্ঠানে মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। আমাদের মিষ্টি খাবারগুলো সাধারণত দুধের তৈরি। যেমন দই, পায়েস, রসগোল্লা, চমচম, ক্ষীর ইত্যাদি। ঈদের দিনে সেমাই এবং শবেবরাতে হালুয়া তৈরি হয়। বিভিন্ন পূজা ও উৎসবে হিন্দুরা পায়েস, নাড়ু, মোয়া এবং মুড়কি তৈরি করেন। বড়দিন উপলক্ষে খ্রিষ্টানরা অনেক রকম পিঠা তৈরি করেন।

বাংলাদেশের খাবার

ক | এসো বলি

তোমাদের প্রিয় খাবার নিয়ে জোড়ায় আলোচনা কর।
বিশেষ অনুষ্ঠানে তোমরা কী খাও?
তোমাদের প্রিয় মিষ্টি কী কী?

খ | এসো লিখি

নিচের ছকে দেওয়া উৎসবগুলোতে যেসব মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া হয় সেগুলোর নাম লেখ :

মিষ্টি

ঈদ ও শবেবরাত	পূজা	বড়দিন

গ | আরও কিছু করি

নিচে দেওয়া খাবারগুলোর যেকোনো একটির রেসিপি যোগাড় কর :

- মাছের তরকারি
- মাংসের তরকারি
- সবজি
- মিষ্টি
- শরবত

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আমাদের প্রধান খাবার কী কী ....

৩ আচার অনুষ্ঠান ও সংগীত

আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে অনেক রকম অনুষ্ঠান হয়। নিচে সেরকম তিনটি ছবি দেওয়া হলো :

মুখেভাত

গায়ে হলুদ

জন্মদিন

আমাদের দেশে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, পালা-পার্বণে এবং দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রকার গান বাজনা হয়। লোকসংগীত বাংলাদেশের প্রাণ। খেতে লাঙল দিতে দিতে কৃষকেরা গান গায়। নৌকা বাইতে বাইতে মাঝি গান গায়। তেমনই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে যেতে বাউলেরা গান গায়। জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা আমাদের প্রধান লোকসংগীত। এছাড়া গ্রামের মেলা আর অনুষ্ঠানগুলোতে যাত্রা, পালাগান, কীর্তন আর মুর্শিদি গানের আসর বসে। সংরক্ষণের অভাবে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশের সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। আমরা সবাই সচেতন হলে আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করা সম্ভব হবে ।

ক | এসো বলি

পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে জোড়ায় আলোচনা কর।
তোমার সবচেয়ে পছন্দের অনুষ্ঠান কোনটি? কেন?

খ | এসো লিখি

আগের পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখ। যেকোনো একটি অনুষ্ঠান বেছে নাও এবং তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। অনুষ্ঠানটিতে কী ধরনের খাবার খেয়েছিলে? অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন?

মুখেভাত	ছোট বাচ্চাদের প্রথম ভাত মুখে দেওয়ার অনুষ্ঠান
জন্মদিন	জন্মগ্রহণ করার দিনটি আনন্দ সহকারে পালন করা
গায়ে হলুদ	বিয়ের আগে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়

গ | আরও কিছু করি

তোমার এলাকার লোকগীতি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য খুঁজে বের কর।

ঘ | যাচাই করি

আমাদের সংস্কৃতি কেন তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে?

নমুনা প্রশ্ন

অধ্যায় ১: আমাদের পরিবেশ ও সমাজ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম লেখ।
২. বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বেশি বন্যা হয়?
৩. সামাজিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম লেখ।
৪. বেশি বেশি গাছ লাগানো প্রয়োজন কেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কীভাবে আলাদা?
২. আমাদের সামাজিক পরিবেশে আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাব কী?

অধ্যায় ২: সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা কীভাবে তুলনা করা হয়?
২. 'বৈষম্য' বলতে কী বোঝায়?
৩. শ্রেণিকক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একটি শিশুর পরিচয় দাও।
৪. 'বৈচিত্র্য' বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে মূল্যায়নের একটি উদাহরণ দাও।
২. তোমার কোনো বন্ধুর উপর রেগে গেলে তুমি কী কর?

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. চাকমা জনগোষ্ঠী কোন ধরনের বাড়ি নির্মাণ করেন?
২. মারমা জনগোষ্ঠী কোন ধর্মের অনুসারী?
৩. সাঁওতালদের একটি উৎসবের নাম লেখ।
৪. মণিপুরিরা যে বিশেষ এক ধরনের সবজি খান তার নাম কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কীভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অন্যদের চেয়ে আলাদা?
২. কীভাবে বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে?

অধ্যায় ৪: নাগরিক অধিকার

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. 'নাগরিক' বলতে কী বোঝায়?
২. 'ভাষার অধিকার' বলতে কী বোঝায়?
৩. একটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখ।
৪. 'অর্থনৈতিক অধিকার' কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের একটি উদাহরণ দাও।
২. ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেলে মানুষ কী করতে পারেন?

অধ্যায় ৫ঃ মূল্যবোধ ও আচরণ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. একটি নৈতিক গুণের নাম লেখ।

২. নম্র স্বভাবের মানুষ কেমন আচরণ করেন, তার একটি উদাহরণ দাও।

৩. তোমার একটি খারাপ স্বভাবের কথা লেখ যা তুমি পরিত্যাগ করতে চাও।

৪. রাস্তায় কিছু টাকা কুড়িয়ে পেলে তুমি কী করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মূল্যবোধ ও আচরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. নৈতিক গুণগুলোর মধ্যে কোনটির মাধ্যমে তুমি সুপরিচিত হতে চাও ?

অধ্যায় ৬ঃ পরমতসহিষ্ণুতা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. 'সহিষ্ণুতা' বলতে কী বোঝায়?

২. প্রত্যেকের মতামত শোনা উচিত কেন?

৩. বাড়িতে অন্যদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের একটি উদাহরণ দাও।

৪. 'বিতর্ক' কী?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তোমরা সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবে?

২. সকলের মতামত নিয়ে আলোচনা করতে কি বেশি সময় লাগে?

অধ্যায় ৭ঃ কাজের মর্যাদা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. কায়িক শ্রমভিত্তিক একটি কাজের নাম লেখ।

২. হাসপাতালে কী ধরনের পেশামূলক কাজ করা হয়?

৩. আইনি পেশার উদ্দেশ্য কী?

৪. কীভাবে আমরা সকল পেশার মানুষদের সম্মান করতে পারি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কোন কাজটিকে তোমার সবচেয়ে কঠিন মনে হয়?

২. তুমি ভবিষ্যতে কোন পেশায় কাজ করতে চাও?

অধ্যায় ৮ঃ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. পার্ক এবং খেলার মাঠ কীভাবে সমাজে ভূমিকা রাখে?

২. সরকার আমাদের জন্য কী কী নির্মাণ করে?

৩. সমাজে পানির দুইটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

৪. দুইটি প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমরা কী কী করতে পারি?

২. রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত করা জরুরি কেন?

অধ্যায় ৯: এলাকার উন্নয়ন

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. গ্রামীণ অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।
২. কীভাবে রাস্তা-ঘাট ও সেতু মেরামত করা সম্ভব?
৩. শহর অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।
৪. কীভাবে পানি ও গ্যাস লাইন মেরামত করা সম্ভব?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. আবহাওয়ার কোন কোন কারণে স্থাপনার ক্ষতি হয়?
২. এলাকায় কোনোকিছু মেরামত করার দায়িত্ব কার?

অধ্যায় ১০: এশিয়া মহাদেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের দুইটি দেশের নাম লেখ।
২. এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত দুইটি মহাসাগরের নাম লেখ।
৩. এশিয়ার দুইটি প্রধান ফসলের নাম লেখ।
৪. এশিয়া মহাদেশের দুইটি প্রাণীর নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. এশিয়া কী কী কারণে বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ?
২. এশিয়ার জলবায়ুর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১১: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশের নদীগুলো কোন সাগরে পতিত হয়েছে?
২. আমাদের দেশে কয়টি ঋতু আছে?
৩. আমাদের দেশে জলাভূমির ম্যানগ্রোভ বন কোথায় অবস্থিত?
৪. সেখানে কোন কোন প্রাণী পাওয়া যায়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকতগুলোতে বেশি পর্যটক আকৃষ্ট করতে তুমি কী কী করবে?
২. সমুদ্রসৈকতগুলো রক্ষায় তুমি কী কী করতে পার?

অধ্যায় ১২: দুর্যোগ মোকাবেলা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. কোন দুইটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা বেশি আক্রান্ত হই?
২. বন্যার পর কোন কারণে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যেতে পারে?
৩. আগুন লাগার দুইটি কারণ উল্লেখ কর।
৪. বন্যা প্রতিরোধের দুইটি উপায় লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মানুষ কীভাবে বন্যার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে?
২. জলোচ্ছ্বাস/সাইক্লোনের প্রভাব বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১৩ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলাদেশে বর্তমানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

২. বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

৩. জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

৪. অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি সামাজিক কারণ উল্লেখ কর।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কী কী?

২. পরিবারে শিশুর সংখ্যা কম থাকলে কী কী হতে পারে?

অধ্যায় ১৪ঃ আমাদের ইতিহাস

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাংলার প্রাচীন যুগের একজন রাজার নাম লেখ।

২. কোন শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩. বাংলার মধ্যযুগের একজন শাসকের নাম লেখ।

৪. কোন শতাব্দী থেকে বাংলার সাহিত্যচর্চা বিকশিত হয়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় আচার-আচরণের বিবরণ দাও।

২. মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

অধ্যায় ১৫ঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. ভাষা আন্দোলন কখন হয়েছিল?

২. ছয়-দফা দাবি কখন উত্থাপন করা হয়েছিল?

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয় কবে?

৪. বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ কয় মাস স্থায়ী হয়েছিল?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২. বঙ্গবন্ধুকে কেন কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল?

অধ্যায় ১৬ঃ আমাদের সংস্কৃতি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১. বাঙালি সংস্কৃতির দুইটি উপাদানের নাম লেখ।

২. উৎসবে আমরা কোন ধরনের মিষ্টি খাই?

৩. লোকসংগীতের দুইটি ধারার নাম লেখ।

৪. আমাদের সংস্কৃতির জন্য কী কী হুমকি আছে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাঙালি সংস্কৃতির কোন বিষয়টি তোমার সবচেয়ে পছন্দের? কেন?

২. তোমার মতে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?

শব্দভাণ্ডার

অগ্রাধিকার- গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো।

অর্থকরী ফসল- যেসব কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

অধিকার- মানুষ হিসেবে যা আমাদের প্রাপ্য।

আচরণ- একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের ব্যবহার।

ইনানী বিচ- কক্সবাজার থেকে ৩৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাথুরে ও বালুময় সৈকত।

একসূত্রে গাঁথা- সবাই মিলে একসাথে থাকা/একই সুতোয় গাঁথা।

গণতন্ত্র- জনগণের শাসন।

গোলার্ধ- পৃথিবীর অর্ধেক: আমরা উত্তর গোলার্ধে বসবাস করি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব- প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা।

দাহ্য- সহজে আগুন ধরে যায় এমন জিনিস।

দায়িত্ব- এমন কোনো কাজ যা অবশ্যই করণীয়।

দুর্যোগ- ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

নাগরিক- একটি নির্দিষ্ট দেশে বসবাসকারী ব্যক্তি।

পরমতসহিষ্ণুতা- অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা।

প্রবাল দ্বীপ- প্রবালে সমৃদ্ধ দ্বীপ।

প্রাকৃতিক সম্পদ- পরিবেশের উপাদানসমূহ যেগুলো আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করে।

প্রকৌশলী- যাঁরা বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, সেতু বানানোর কাজ করেন।

প্রযুক্তিবিদ- যাঁরা মানুষের প্রয়োজনে নানা যন্ত্র ও কৌশল উদ্ভাবন করেন।

ফার্মাসিস্ট- যাঁরা ঔষধ তৈরি করেন।

বিতর্ক- কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের উপর আনুষ্ঠানিক আলোচনা।

বৈষম্য- সবাইকে সমান দৃষ্টিতে না দেখা।

বৈচিত্র্য- ভিন্নতা।

ভূপ্রকৃতি- ভূমির আকার ও ধরন।

ম্যানগ্রোভ বন- লোনা পানিতে জন্মায় এমন উদ্ভিদের বন।

মূল্যবোধ- আমরা যা ভালো ও সঠিক বলে মনে করি।

রাজত্ব- রাজপরিবারের শাসন/ রাজপরিবারের শাসনভুক্ত এলাকা।

সম্পদ- উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।

স্বায়ত্তশাসন- নিজের দ্বারা পরিচালিত।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বা বি-৪

গাছ আমাদের পরম বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত-বিক্রয়ের জন্য নয়